



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 27 Issue • 28 January, 2022, Friday • ১৪ মাঘ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ১০ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

‘রাষ্ট্রবাদী’ বিজেপি রাজ্য সভাপতির হাতে জাতীয় পতাকা’র অবমাননা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা ‘হোয়েস্ট’ করলেন, মানে ‘তুললেন’, ‘আনফাল’ করলেন না, অর্থাৎ পতাকা খুললেন না। রাষ্ট্রবাদী দলের এই করণ অবস্থা, মুখে মুখে আগে-দেশ-পরে-দল’র বুলি কপচানোদের একটি রাজ্য সভাপতি নিয়মই জানেন না, কীভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা তুলতে হয়। প্রজাতন্ত্রের পতাকা আর স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উল্লেগেনে সামান্য ব্যবধান থাকে। তা অতি সাধারণ মানুষের কাছে অজানা হলেও দেশের স্বাধীনতার পতাকা বহন করার অঙ্গীকার যারা করেন, দেশের প্রজাতান্ত্রিকতার ধজা যারা বহন করেন, সেইসব রাজনীতিকদের এই ব্যবধান জানতে হয়। একতাল ধরে অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের ৭৩ বছর ধরে

তাই দেখা গেছে। এবারই ত্রিপুরার মানুষ দেখলেন কেমিক্যাল লোটা। দেশের, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিজেপি ত্রিপুরায়ও নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা সর্ববৃহৎ দল। এই দলের রাজ্য সভাপতি



একজন শিক্ষিত মানুষ। মানে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিতে তো বটেই। পেশায় চিকিৎসক হলেই কি শিক্ষিত হওয়া যায়? যদি দেশ, সমাজ সম্পর্কে নূনতম অভিজ্ঞতা, জ্ঞানবুদ্ধি না থাকে? ডা. মানিক

সাহার ক্ষেত্রে তাই দেখা গেলো প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে পতাকা উল্লেগলেন। স্বাধীনতা দিবসের চণ্ডে জাতীয় পতাকা তুললেন বিজেপির ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা। উচ্চশিক্ষিত এই সভাপতি



পতাকা দণ্ডের নীচে বাঁধা পতাকা দড়ি টেনে তুললেন, ‘রাষ্ট্রবাদীরা’ জোগান তুললেন ‘ভারত মাতা কী জয়’, ‘বন্দেমাতরম’ নয়, ‘জয় হিন্দ’ নয়, প্রজাতন্ত্র দিবস জিলাবদ নয়। পাশেই ভবিষ্যতের সম্পদ এক শিশু

নাগরিক দাঁড়িয়ে দেখলো, ভুল শিখলো, বুঝতেই পারল না ঠিকভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস স্বাধীন দেশের গর্বিত যোগা। তাই পতাকা খোলা হয়, তোলায় নিয়ম নেই। এই দিনেই সংবিধান গৃহীত হয়, এই



সংবিধান অনুযায়ীই দেশ চলার কথা। ‘রাষ্ট্রবাদী’ বিজেপি’র কাছে দেশের সংবিধানের দাম নেই বলে অভিযোগ অনেক পুরানো। সংবিধান অনুযায়ী এই দেশ সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক -

ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কিছুদিন আগেই সংসদে ‘সমাজতন্ত্র’ কথাটি বাদ দেওয়ার জন্য এক বিজেপি সাংসদ প্রস্তাব এনেছেন। ২০১৫ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপনে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ এবং ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দ দুটি ছিল না, তা নিয়ে বিতর্কও হয়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি উচ্চশিক্ষিত ডাঃ মানিক সাহা নিজেকে শুধু কৃষিক্ষেত্রেই প্রমাণ করলেন না, এই রকম একটি দিন নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন। সংবিধানের সাথে জড়িত একটি দিনে ছেলেখেলা করলেন জাতীয় পতাকা নিয়ে, অশিক্ষিতের ভিড়ে নিজেকে শিক্ষিত প্রমাণ করতে পারলেন না। রাজ্য সরকারে বিজেপি আসার পর অনেকেরই পোয়াবারো হয়েছে, বাদ যাননি এই ডাক্তার শিক্ষকও। অভিযোগ আছে, ক্ষমতার ধমকে অন্যের টাকা মেরে দেন। জনপ্রতিনিধি না হয়েও, ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

সেবাধামে



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ণাঙ্গ রাস্তায় স্বয়ংসেবক সংঘের পরম পূজনীয় সরসংঘালক মোহন ভাগবত ত্রিপুরা রাজ্যের খয়েরপুরস্থিত সেবাধামে জাতীয় পতাকা উল্লেগন করেন। সকাল আটটায় সমস্ত করোনাবিধি মেনে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে গিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন গণরাজ্য হিসেবে বৈশালী, লিচ্ছবির যোগে প্রকৃত অর্থেই জনগণের রাজত্ব প্রতিফলিত হত মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও সেই মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা পুষ্ট করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রাচীন গণরাজ্য হিসেবে বৈশালী, লিচ্ছবির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন একটি ভাবনা, যে ভাবের প্রকাশ হয় জাতীয় পতাকা উল্লেগনের সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকার উপরের যে গেরম্বা রঙ, সেই গেরম্বা রঙের আবহেই প্রাচীন ভারত থেকে নব ভারতের সংস্কৃতি রচিত হয়েছে যুগে যুগে। গেরম্বা রঙ ভারতের শান্ত পরিচয় যা অন্যদিকে ত্যাগ, শৌর্য বীর্যের প্রতীক। সাদা রঙ শান্তির বার্তাবাহক, যে ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

হিংস্রতায় অতিথি পাখির মৃত্যুমিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। ঘটনা উদয়পুরের সুখসাগর জলাশয় অঞ্চলের। একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শত শত পাখি বেঘোরে মৃত্যু বরণ করে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে বিস্ময়। অনেকে আবার মৃত পাখিগুলোকে খাবার জন্য বাড়িঘরেও নিয়ে যাচ্ছেন। এই মর্মান্তিক পাখি-মৃত্যুর ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, অনেক দশক আগে কবি রজনীকান্ত সেন একটি কবিতায় লিখেছিলেন— ‘বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিচ্ছে চড়াই, /‘কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই’। পাখিদের এই কথোপকথন হঠাৎ পড়লে মনে হবে, তাদের

পাণ্ডাদের হাতে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক পরিযায়ী পাখির। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। হৃদয় বিদারক ঘটনাটি এদিন রাজ্য তথা দেশের পাখি প্রেমীদের কাছে রীতিমত দুঃস্বপ্ন। উদয়পুর শুলকসাগর জলার মাঝে উদয়পুর রেলস্টেশন গড়ে উঠার পর থেকে বহু দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসতে আরম্ভ করে কয়েকজন লোভির কুনজরে পড়ে পাখিরা। গত মঙ্গলবার রাতে ধানের সাথে বিবাক্ত ওষুধ মিশিয়ে শুলকসাগর জলার একটা বড় অংশের জমিতে ছিটিয়ে ফাঁদ পেতে যায়। বুধবার সকালে ধান খেতে এসে একের পর



মধ্যেও বুঝি হিংসে আছে! কিন্তু আদতে ‘মানুষ’ প্রজাতির চেয়ে আর কারও হিংসা যে তীব্র নয়, তা বৃহস্পতিবার ফের প্রমাণিত হলো। জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’র পাখি নয় এরা। বহিরাঙ্গী বা হয়তো বহির্দেশ থেকে উড়ে এসেছে। সোজা কথা, পরিযায়ী পাখি। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট কয়েকজন লোভি, অমানবিক এবং দুষ্কৃত্রের

এক পাখি মরতে থাকে। শুলকসাগর জলার চারপাশে অসংখ্য পরিযায়ী পাখিদের মৃতদেহ ছিটিয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য এদিন শয়ে শয়ে এলাকাবাসীর কাছে জল দিয়ে আসে। অনেকেই পাখির মাংস খাওয়ার জন্য এদিন মৃত পাখিদের নিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ট্রেনিং ছাড়াই টিসিএস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ট্রেনিং ছাড়াই নতুন টিসিএস অফিসারদের পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে, ফলে নানা রকম জটিলতা তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে রাজস্ব বিভাগে এই জটিলতা দারুণ আকার নিতে পারে। জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এক উচ্চশিক্ষিত, আগে প্রবল বাম, এখন ভীষণ রাম এক অফিসার, যে নিজেও অ্যাডহক প্রমোশন পেয়েছেন কিছুদিন আগে, তারই মহিমায় এসব হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, এই যে এইসব ট্রেনিং ছাড়া পোস্টিং দিয়ে ‘করতে করাতেই শিখে যাবে’ খিওরি বোঝানো হয়েছে পলিসি মেকারদের, আর এও বোঝানো হয়েছে যে ট্রেনিং দিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, ভোটের আগে মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, কাজে আসবে। শোনা গেছে, ট্রেনিং না পাওয়া, অর্থাৎ কাজে অগুট এইসব অফিসার ভয়ে ভয়ে থাকেন কখন কী হয়, সেই সুযোগ তৈরি রেখে তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোই উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ। ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

পুরোনো বিমানবন্দরে অতন্ত্র প্রহরী বীর বিক্রম!

প্রধানমন্ত্রীর হাতে উন্মোচিত এখন ধুলোমাখা শরীরে ব্রাত্য



২০১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্মোচিত করেন মহারাজা বীর বিক্রমের পূর্ণাবয়ব মূর্তি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। মাথায় মুকুট। দুই হাত দিয়ে নিজের তড়োয়ালটি ধরে রেখেছেন তিনি। দেখলে মনে হবে, অতন্ত্র প্রহরীর মত পুরোনো বিমানবন্দরকে পাছাদি দিচ্ছেন! অবহেলা বোধ হয় একেই বলে। নতুনকে পেয়ে

পুরোনোকে অস্বীকার করার প্রবণতা স্পষ্টতর ফুটে উঠলো রাজ্যের নবনির্মিত বিমানবন্দর করার একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাজ্যের তিন জন শিল্পী মিলে হাতিয়ে নেন আরও কয়েক লক্ষ। কিন্তু লাভের লাভ এটুকুই যে, এখন ধুলো ● এরপর দুইয়ের পাঠায়



পুরোনো বিমানবন্দরে গলায় শুকনো মালা আর ধুলোমাখা শরীরে অবহেলিত মহারাজা বীর বিক্রমের একই মূর্তিটি ছবি নিজস্ব করার জন্যই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাজ্যের তিন জন শিল্পী মিলে হাতিয়ে নেন আরও কয়েক লক্ষ। কিন্তু লাভের লাভ এটুকুই যে, এখন ধুলো ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

কুতুবউদ্দিন থেকে জালাল সময় দুই দশক, চিত্র একই!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ২০০২ থেকে ২০২২। একেবারে দুই দশকের ফারাক। কুতুবউদ্দিন



আনসারি থেকে মহম্মদ জালাল। ভয়াব্র দুই ছবি। হাজোজড় করে অক্লান্তজল নয়নে জীবন বাঁচানোর আর্তি জানাচ্ছেন জাতিগত পরিচয়ের দুই সংখ্যালঘু মানুষ। ২০০২ সালে গোখরায় আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীজুড়ে গোখরার দাঙ্গায় আক্রান্তের মুখছবি হয়ে

উঠেছিলেন এই কুতুবউদ্দিন। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর গোখরা থেকে প্রায় ২৯৪৫ কিলোমিটার দূরের ত্রিপুরার উদয়পুরের ছাত্রিয়ায় শাসকের সংঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হলেন মহম্মদ জালাল। তার অপরাধ,



দেশের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ক্ষেপণাস্ত্র মানব এপিজে আব্দুল কালাম’র মূর্তি বসিয়েছিলেন তার বাড়িতে। হামলাকারীদের বাড়িতে, ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মূর্তি না বসিয়ে ‘কোথাকার কোন’ আব্দুল কালাম’র মূর্তি কেন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার বাড়িতে। তাই ভেঙে ফেলতে হবে এই মূর্তি। আর এই

মূর্তি বসানোর দায়ে এবং এই মূর্তি উপড়ে না ফেলার অপরাধে যে ভয়ানক কায়দায় হামলা হয়েছে জালাল’র বাড়ি, আর হামলাবাজদের হাত থেকে বাঁচতে ফেসবুক লাইভে এসে হাতজোড়



করে যেভাবে ভয়াব্র চোখে-মুখে রাজ্যের প্রধান সেবক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার হের’র কাছে আর্তি জানিয়েছেন তিনি—তা যেন মনে করিয়ে দিয়েছে সেই কুতুবউদ্দিন আনসারির ছবি। ২০০২ সালে গোখরার দাঙ্গায় হামলাবাজদের কাছে হাতজোড় করে প্রাণ বাঁচানোর আর্তি জানিয়ে কামায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। এই ছবিই শেষ পর্যন্ত গোট পৃথিবীজুড়ে

গোখরার দাঙ্গায় আক্রান্তের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলো। যে কলঙ্ক দাগ এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে বিজেপি এবং



গুজরাট। মাস কয়েক পূর্বে উদয়পুরের ছাত্রিয়া গ্রামের যুবক জালাল তার সম্পূর্ণ নিজের অর্থে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম-র মূর্তি বসিয়েছিলেন তার বাড়িতে। মূলত কালাম’র আদর্শকে পাথ্যে করে মানবসেবায়ও তিনি ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

অকাল ভোটের প্রস্তুতি শুরু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সময়ের আগেই বিধানসভা নির্বাচন হয়ে যেতে পারে ত্রিপুরায়। একাধিক প্রশাসনিক সূত্রের দাবি বিশ্বাস করতে হলে, সরকার সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে। থানায় থানায় ওসিদের পোস্টিং দেওয়া সেই লক্ষ্যেরই প্রথম ধাপ। আগামীকাল ডিএসপিস্তরের কিছু বদল হতে পারে। বিজেপি’র জনসমর্থনে দিন দিন ভীতি পড়ছে, ড্যামেজ কন্ট্রোল হিসেবে কিছু চাকরির কথা শোনানো হচ্ছে, স্বসহায়ক সেই লক্ষ্যের মহিলাদের বছরে রোজগার এক লাখ টাকা করার কথাও বাতাসে ভাসানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী কয়েকমাস আগে রাজ্যে এসে এই টিপস দিয়ে গেছেন বলে খবর। পুলিশের দ্বারা আডহক প্রমোশন পেয়েছেন, তাদের অনেকেই ওসি ছিলেন, তাদের তুলে নিয়ে থানায় থানায় নতুন ওসি বসানো হয়েছে। সেটিং মোটিমুটি এটাই বলে খবর। রাজধানীর পশ্চিম থানায় আগে বহুবার ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

মন্ত্রীর ভাই’কে গার্ড অব অনার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আর কত মুখ পোড়াবে পুলিশ এবং প্রশাসন! মন্ত্রী মনোজ দেব কোভিড আক্রান্ত, তাই তার ছোট ভাই শশঙ্ক শেখর দেব-কেই গার্ড অব অনার দিল পুলিশ। শশঙ্ক শেখর ‘বড় ভাই’-র হয়ে গার্ড অব অনার নেওয়ার কথা ফলাও করে প্রচারও করেছেন, সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও দিয়েছেন। দীর্ঘদিন প্রশাসনে থাকা দুই অফিসার পরিস্কারই বলেছেন, এটা করা যায় না, এটা প্রটোকলে পড়ে না। প্রশ্ন উঠে এসেছে, কারা ভারতীয় সংবিধানের শপথ নিয়ে

গায়ে সরকারি উর্দি তোলা আরক্ষা কর্মীদের মন্ত্রীর বদলে তার ‘ছেট ভাই’কে গার্ড অব অনার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন! জাতীয় সম্মান জানিয়ে পতাকা তোলা, আর মন্ত্রীর বদলে কাউকে গার্ড অব অনার এক বিষয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত মন্ত্রীর ভাই’র কথা অনুযায়ী, তিনিই গার্ড অব অনার নিয়েছেন। তারপর একদিন পার হয়ে গেলেও সেটা নিয়ে কারও তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব’র ছোট ভাই শশঙ্ক শেখর দেব সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “আজ, সম্মানীয় মন্ত্রী শ্রীমনোজ কান্তি

দেব’র কোভিড পজিটিভ পরিস্থিতির কারণে আমি জাতীয় তিরজা মেলে ধরেছি এবং আমাদের বাড়িতে আমার বড়ভাইয়ের পক্ষে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেছি। “তিনি বৈঠকে জিবি হাসপাতালের গুচেচ্ছাও জানিয়েছেন। ‘ছোটভাই’ ছবিও পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, উর্দি গায়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আরক্ষা কর্মীরা, আর ‘ছোটভাই’ পাঁড়িয়ে আছেন পতাকা-বৈদীর কাছে। ধলাই জেলা সদরে প্রজাতন্ত্র দিবস’র কুচকাওয়াজ, গার্ড অব অনার’র মহড়া ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

অন্য মেজাজে সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী



গ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। কিভনির বিভিন্ন সমস্যা় অসুস্থ রোগীদের যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য আর বহিরাঞ্জে যেতে না হয় তারজনা রাজোই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্পন্ন নেফ্রলজি বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার বাধারখাট মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে



শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। ডুকলি কমিউনিটি হলে এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যে প্রথম সফল ওপেন হার্ট সার্জারি এর অন্যতম নজির। তার পাশাপাশি এই ধরনের অস্ত্রোপচারে অনেক ব্যয় হলেও ওই মহিলার আয়ুস্মান ভারত কার্ড থাকার সুবাদে তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। ওপেন হার্ট সার্জারির পাশাপাশি হৃদরোগ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচারও সফলভাবে সম্পন্ন

হয়েছে। এছাড়াও মিলছে এই সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবা। অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক কাঙ্গার হাসপাতাল পূর্বাঞ্চলের অন্যতম উন্নত পরিষেবা সম্পন্ন হাসপাতাল হিসেবে গড়ে উঠেছে। সরকার সময় উপযোগী সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে কোভিড সংক্রমণে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অত্যাধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবার প্রদানের দ্বারা শীঘ্রই রাজ্যের বাইরে রেফারের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে গুরুত্ব সহকারে কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মিমি মজুমদার বলেন,

রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ রাজ্যব্যাপী প্রতিফলিত হচ্ছে। উন্নয়নের নিরিখে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা এসেছে। নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ ও বিভিন্ন সহায়তা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে সরকার। এরপর মুখ্যমন্ত্রী, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কৃষি জমি পরিদর্শন করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ-র সভাপতি ডা. মানিক সাহা, পূর্বোদয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব প্রমুখ।

নাইট কারফিউতে বন্ধ নেই চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। নৈশকালীন কারফিউর মধ্যেও নিশিকটুশব্দের দৌরায্য অধ্যাহত রয়েছে। ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানাধীন উদয়পুর রমেশ চৌমহনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বর্তমান সময়ে করোনা মহামারীর তৃতীয় ঢেউ নিয়ে রাজ্যে চলছে নৈশকালীন কারফিউ। প্রতিদিন নৈশ কারফিউতে রাত আটটার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা রাজু ভৌমিক মঙ্গলবার রাতে নিজের দোকান লাগিয়ে বাড়ি



চলে যান। বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে দোকান খুলতে এসে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় রাধাকিশোরপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করে যান। দোকান মালিক রাজু ভৌমিক জানান, তার দোকান থেকে নগদ সাড়ে চার হাজার টাকাসহ প্রায় ৩০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। নৈশকালীন কারফিউ চলাকালীন সময়ে কিছুদিন পর পর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চোরের হানার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা উদয়পুর মহকুমা জুড়ে।

চালকদের বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৭ জানুয়ারি।। সিএনজি চালিত গাড়ির চালকরা বৃহস্পতিবার মোহনপুর-খোয়াই সড়কে বিক্ষোভ দেখান। এদিন চালকরা সিএনজি সংগ্রহ করতে স্টেশনের সামনে ভীড় জমান। কিন্তু অপেক্ষা করার পরও সিএনজি সংগ্রহ করতে পারেননি। সেই কারণেই একটা সময় চালকদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে রাস্তায়।



শতাধিক যান চালক একত্রিত হয়ে টিএনজিসিএল'র দুটি গ্যাস বোঝাই গাড়ি আটকে দেয়। চালকদের রাজ্যের ১২টি জিএনজি স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই সিএনজি সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা সমস্যা় পড়ছেন। মোহনপুরের স্টেশন থেকে এখনও সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে না। কি কারণে সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে না তা কেউই স্পষ্ট করে বলছেন না। তাই চালকরা এদিন বিক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনে শামিল হয়। পরবর্তী সময় পুলিশকেও ছুটে আসতে হয়। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে আমাদের কৃষক বন্ধুদের কোনোভাবেই যাতে হয়রানির সিকার না হতে হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত অধিকারিকদের নির্দেশ প্রদান করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারি মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, জিরানিয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক সুব্রত দাস, ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার আধিকারিকেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এরপর দুইয়ের পাতায়

নিয়মিত বেতনক্রমের দাবিতে উচ্চ আদালতে টেট শিক্ষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ফিল্ড পে নয়। চাকরির শুরু থেকে নিয়মিত বেতনক্রমের দাবিতে মামলা জমা পড়লো ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে। ১১জন শিক্ষক মিলে এই মামলা করলেন। তারা টিআরবিটি'র পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন। এখনও ফিল্ড পে-তে আছেন। এরাই চাকরির শুরু থেকে নিয়মিত বেতনক্রমের দাবিতে মামলাটি করেছেন। আইনজীবী অরজিং ভৌমিকের সাহায্যে এই মামলাটি করা হয়েছে। মূলত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের চাকরি নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে এই মামলাটি হয়েছে। ওই বছর বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে সমস্ত চাকরি প্রথমে ফিল্ড পে-তে হবে। ৫ বছর ফিল্ড পে

চাকরি করার পর নিয়মিত করা হবে। তখন টিপিএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগ এই নীতির বাইরে ছিল। ২০০৭ সালে টিপিএসসি'র মাধ্যমে নিযুক্ত কিছু চাকরি ফিল্ড পে' করা হয়। এরপর থেকে ফিল্ড পে-তেই এসব চাকরি হয়ে আসছে রাজ্যে। ২০১৮ সালে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও একই নীতিতে চাকরি হচ্ছে। ভিশন ডকুমেন্টে সমস্ত অনিয়মিতদের নিয়মিত করার কথা বলা হলেও ফিল্ড পে'র মাধ্যমে নিয়োগ বন্ধ হয়নি। অনিয়মিতদেরও নিয়মিত করা হয়নি। বহু জায়গায় চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্তদের অসুস্থ, অন্যান্য অসুবিধার জন্য ছুটি নিলে বেতন কেটে নেওয়া হয়। এইসব নীতি বন্ধ হয়নি। এবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলা জমা হলো। বর্ধদন ধরই টেট অ্যাসেসিয়েশন

তাদের চাকরির শুরু থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়ার দাবি করে আসছেন। কারণ তাদের দাবি, দেশের কোথাও টেটের মাধ্যমে নিযুক্তদের ফিল্ড পে দেওয়া হয় না। রাজ্যে ২০১৬ সালে থেকে টিআরবিটি'র পরীক্ষার মাধ্যমে ৪৮১জন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের ৫ বছর চাকরি সম্পন্ন হয়েছে। এই শিক্ষকদেরও এখন পর্যন্ত নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ২০১২ সালে নিযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকদেরও ৫ বছর চাকরি সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়া হয়নি। একই অবস্থা সরকার অধিগৃহীত বিদ্যালয়গুলিতেও। উচ্চ আদালতে নতুন করে জমা করা মামলাটি এসব সমস্যা নিয়ে নতুন দিক খুলে দিতে পারে। শুক্রবারই উচ্চ আদালতে মামলাটি শুনানির জন্য উঠতে পারে বলে জানা গেছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিধায়কদের হুম্কার এক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন সুদীপ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আর ইলশেণ্ডি বৃষ্টি নয়, এবার যেন বৃষ্টি নামলো মুম্বাইয়ের, একেবারে বামবর্মিয়ে। আর রাখতাক নয়, একেবারে খোন্সামখুল্লা শুরু করলেন পরিচয়। বিপ্লব ঠাঠাতে যেন বিপ্লবেই শান দিলেন তিনি এবং তারা। তালিকায় যুক্ত হলেন আরও একজন। এখন পর্যন্ত চার। আশা শীঘ্রই যুক্ত হয়ে যাবেন আরও দুই থেকে তিন। এরপরই শুরু হয়ে যাবে আসল খেলা। এই খেলা যেন কলকাতা থেকে আগত স্লোগান খেলা হবে নয়, একেবারে ত্রিপুরার জল-আবহাওয়ায় তৈরি খেলা শুরু। বৃহস্পতিবার উদয়পুর এবং সোনামুড়ায় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে শাসক দলীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং বিধায়ক আশিস কুমার সাহা একেবারে দিনের আলোয় দেখিয়ে দিলেন তাদের আগামী রাজনৈতিক পথ। এবার আর আমার দল বিজেপি না বলে ৬-আগরতলা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ জানিয়ে দিলেন, মানুষ বর্তমানকে চায় না। এর আগের অতীতকে চায় না। মানুষ চায় ফ্রেশ অগ্রিজে। আগামী শুক্র ও শনিবার পশ্চিম জেলায় এভাবেই মত বিনিময় সভার পর পর্যালোচনা শেষে তৈরি করে ফেলা হবে চূড়ান্ত রপরেখা। বড়দোয়ালীর

বিধায়ক আশিস কুমার সাহা আরও এক ধাপ এগিয়ে জানিয়ে দেন, সমস্ত বাধা বিপত্রকে এড়াতে তাদের তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, প্রয়োজনে সময়ের মতো করে কঠোর হবেন তারা। এতদিন গুড় গুড় করে নিজের দল বিজেপিকে মিছরি ছুরিতে ঝিঁলেও এবার একেবারে সরাসরি রাজনৈতিক তরবারি চালানোর যেন হুম্কার দিলেন দুই বিধায়ক। শাসক শক্তির বুকে কাঁপন ধরিয়ে ধলাই উত্তরের সভায় তাদের সঙ্গে হাজির ছিলেন করমছড়ার বিধায়ক দিব্যাক্ষ রাষ্টাল। এদিন উদয়পুরে যোগ দেন বুর্ভোমোহন ত্রিপুরা। পশ্চিম জেলার বৈঠকে কোন্ বিধায়ক হাজির থাকেন সেদিকেই আপাতত দৃষ্টি নিবদ্ধ শাসক'র। উত্তর, উনকোটি এবং ধলাইয়ে তুলনামূলক রয়ে-সয়ে বক্তব্য রাখলেও উদয়পুর থেকেই যেন ঝাঁঝালো মেজাজে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন সুদীপ-আশিস জুটি। দুই শহরের হাতে-গোনা কর্মীদের নিয়ে (তারের বাধ্য অনুযায়ী কোভিড প্রটোকলের কারণে) আয়োজিত বৈঠকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দেন। যা হয়েছে তার এখানেই ইতি। এবার শুরু হবে নতুন করে পথচলা। বিধায়ক আশিস কুমার সাহা'র মতে, আরেকটা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবেন তারা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

যেখানে বলছেন, বিগত তিন বছরে বামফ্রন্টের আমলের ২৫ বছর ছাপিয়ে গিয়েছে রাজ্য, সেখানে এদিন শাসক বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, বিগত চার বছরে বহু বছর পিছিয়ে গেছে এই রাজ্য। এদেরকে বিশ্বাস করে এ রাজ্যের মানুষ ঠকছেন। পিছিয়ে যাওয়া জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে রাজ্যকে। এজনা রাজ্যের মানুষকে এক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন সুদীপবাবু। ভোট লুট, ভোট ছিনতাই করে বিগত নির্বাচনগুলোতে যেভাবে শাসক দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলো, এক্যবদ্ধভাবেই তা প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করারও আহ্বান জানান তিনি। ২০১৯ সালের লোকসভা তেটেই মন্ত্রী থাকাকালীন সুদীপ রায় বর্মণ ডাক দিয়েছিলেন ভোটারের নিজস্ব মতামত প্রয়োগের। বলেছিলেন, ভোট দিন যাকে ইচ্ছে তাহে, কিন্তু ভোট দিন। সেই থেকে শুরু। এদিনও তিনি প্রায় একই ঢঙে নিয়ে (তারের বাধ্য অনুযায়ী কোভিড প্রটোকলের কারণে) আয়োজিত বৈঠকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দেন। যা হয়েছে তার এখানেই ইতি। এবার শুরু হবে নতুন করে পথচলা। বিধায়ক আশিস কুমার সাহা'র মতে, আরেকটা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবেন তারা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

ডিএসপি-সহ দুই পুলিশ অফিসারের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা, গুঞ্জন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আপালতের নোটিশ পেয়েও সাক্ষী দিয়ে আসেন না। এই কারণে বিরক্ত হয়ে আদালত রাজ্য পুলিশের এক ডিএসপি-সহ দুই অফিসারের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দিলেন। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এই গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশিকাটি দিয়েছেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাস। রাজ্য সরকার বিচারের হার নিয়ে বারবারই বড় বড় ঢাকঢোল পেটায়। কিন্তু ২০১৫ সালের ১৭ আগস্ট শ্যামলী বাজারে শান্তা সাহা (৫৬) চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ৫জন স্পেশাল পিপি বদল হয়েছে এই মামলায়। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে দেবনাথকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে স্পেশাল পিপি'র পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ আদালতে নেওয়া হয়নি। কোনও সাক্ষীকেই হাজির

ধরে মামলায় বন্ধ হয়ে পড়েছে সাক্ষী গ্রহণও। সরকারের বিচারের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশংসার ফানুস এই মামলায় এসে ফেটে গেছে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলাটির অভিযুক্তরা সম্ভবত ভুলেই যাচ্ছেন তারা নৃশংস একটি খুনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণবনে নিজের স্বামীর সরকারি আবাসে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছিল শান্তা সাহাকে। দিনের আলোতেই তাকে ছুরি দিয়ে বহুবার আঘাত করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় প্রথমে এনসিসি থানার ওসি পায়া লাল সেন তদন্ত করেন। পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্ত যায় সিআইডি'র হাতে। সিআইডি'র তৎকালীন অতিরিক্ত দায়রা বিচারক গোবিন্দ দাস। রাজ্য সরকার বিচারের হার নিয়ে বারবারই বড় বড় ঢাকঢোল পেটায়। কিন্তু ২০১৫ সালের ১৭ আগস্ট শ্যামলী বাজারে শান্তা সাহা (৫৬) চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ৫জন স্পেশাল পিপি বদল হয়েছে এই মামলায়। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে দেবনাথকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে স্পেশাল পিপি'র পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ আদালতে নেওয়া হয়নি। কোনও সাক্ষীকেই হাজির

এবং কৃষ্ণ ডায়। চার্জশিটে নাম দেওয়া হয় আইনজীবী সীমিতা চক্রবর্তীরও। দীপজয়ের সঙ্গে সীমিতার অবৈধ সম্পর্কের জেরে হত্যা করা হয়েছিল শান্তা সাহাকে। এই যুক্তিতেই পুলিশের চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে। অভিযুক্তরা সবাই জামিনে ছাড়া পায়। ২০১৫ সালের এই মামলার চার বছর আগেই আদালতে চার্জশিট জমা পড়েছিল। এরপর বাম আমলে স্পেশাল পিপি অরিন্দম ভট্টাচার্য সাক্ষী গ্রহণের কাজ শুরু করেই আছেন। কিন্তু বিজেপি জোট সরকারের আমলে ইতিমধ্যে ৫জন স্পেশাল পিপি বদল হয়ে গেছে এই মামলায়। সাক্ষী গ্রহণও শুরু হয়ে আছে। বর্তমানে স্পেশাল পিপি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুমিত দেবনাথকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে স্পেশাল পিপি'র পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ আদালতে নেওয়া হয়নি। কোনও সাক্ষীকেই হাজির

করা হয়নি। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবীরা আদালতে হাজির হন। আইনজীবী রঘুনাথ মুখার্জী পুলিশের তালিকায় অভিযুক্ত দুই সুপারি কিলার কৃষ্ণ দে এবং রণবীর লোধের পক্ষে হাজির হন। এদিন চার্জশিটের তালিকায় থাকা ৩৮, ৫৬ এবং ৫৭নং সাক্ষী আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদের কেউই হাজির হননি। তাদের মধ্যে দু'জনই পুলিশ অফিসার। এর মধ্যে পালা লাল সেন সম্প্রতি ডিএসপি হয়েছেন। পার্থ সারথী গাল অবসরেও চলে গেছেন। পুলিশের সিনিয়র অফিসার হিসেবেই তারা পরিচিত। কিন্তু চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার সাক্ষী দেওয়ার সময় তাদের কেউই হাজির ছিলেন না। এখন আদালত ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের দুই তদন্তকারী অফিসারের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দিয়েছেন। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে চাঞ্চল্যকর মামলাগুলির কি অবস্থা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বিচারপ্রার্থীদের।

চুরির টাকা সহ গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। চুরির মামলায় সাফল্য পেলো আমতলি থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার



নাম মহম্মদ ইব্রাহিম মিয়া (৩৮)। চারিপাড়ার শচিন্দ্র লাল থেকে তাকে টাকা-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২৪ জানুয়ারি শহরের বানার্জী পড়ায় একটি স্ক্রিট সিটের নিচে থেকে টাকা চুরি হয়েছিল। পুলিশ সিন্সি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে রিকসা চালক ইব্রাহিমকে চিহ্নিত করে। তাকে টাকা-সহ গ্রেফতার করা হয়।

আরও ৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। কারোনা আক্রান্তের মৃত্যু মিছিলে যুক্ত হলো আরও চার নাম। প্রত্যেকদিন এই নামের তালিকা লম্বা হচ্ছে। অত্যা স্বাস্থ্য দফতর করোনার সোয়াব পরীক্ষা কমিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সংক্রমিতদের সংখ্যা কমিয়ে দেখাতে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ২ হাজার ৫৭৫ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে ২৪ ঘণ্টায়। সংক্রমণের হার ৭.৯২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যখন সোয়াব পরীক্ষা বাড়াতে বারবার বলছে, এই সময়ে ত্রিপুরায় টেস্ট কতে আছে। প্রত্যেকদিনে মৃত্যু মিছিল যখন লম্বা হচ্ছে, এই সময়ে ● এরপর দুইয়ের পাতায়



আমাদের রাজ্যের কৃষকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সদর্পই সহানুভূতিশীল। তাঁর নির্দেশেই কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। কৃষকরা খোলাবাজারে ধান বিক্রি করে যে দাম পান তার থেকে অনেক বেশি দাম পান সরকারি ধান ক্রেতা। শুধুমাত্র কৃষকরাই যাতে এই সুবিধা পান তাঁর জন্য সচেষ্ট রয়েছে আমাদের সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারেই একান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম

লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। তাতে ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক বোঝা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। অতীতে ত্রিপুরায় এমএসপি-র মাধ্যমে ধান কেনার কোনও বন্দোবস্তই ছিল না। ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হতেন। আমাদের সরকার তা শুরু করেছে। ত্রিপুরা সরকারি কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা দরে ধান ক্রয় করছে। এবছর রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমরা

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে আমাদের কৃষক বন্ধুদের কোনোভাবেই যাতে হয়রানির সিকার না হতে হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত অধিকারিকদের নির্দেশ প্রদান করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারি মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, জিরানিয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিক সুব্রত দাস, ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার আধিকারিকেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিয়ে বিতর্কে উচ্ছেদ পরিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। জামাল হোসেন (৩৩)। শহরতলির নোয়ানিয়ামুড়া লাড্ডু চৌমহনিতৈ পৈত্রিক বাড়ি। পেশায় অটো চালক। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজেও ভর্তি হয়েছিল জামাল। ভালোবেসে বিয়ে করেছে নন্দননগর সরকারি পাড়ার রবীন্দ্র সরকারের মেয়ে রুপসাকে। মুসলিম হয়ে হিন্দু পরিবারের মেয়েরকে বিয়ে করার কারণেই আজ বাড়ি ছাড়া জামাল হোসেনের পুরো পরিবার। মুসলিম হয়ে কেন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে— এই অজুহাত ভুলে নোয়ানিয়ামুড়া লাড্ডু চৌমহনির কয়েকজন অভুৎসাহী নব্য গেরুয়া ভক্ত জামাল হোসেনের পরিবারকে বাড়ি তে ঢুকতে দিচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে জামালের পরিবারের সদস্য সদস্যাদের প্রাণনাশের হুমকি

দিচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে জামালের গোটা পরিবার আজ এপাড়ায় তো কাল ওপাড়ায় রীতিমতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। থানা পুলিশ থেকে শুরু করে স্থানীয় মন্ডল সভাপতি সবার দরজায় মাথা ঠুকছে জামাল ও তার মা-বাবা। কেউ জামালদের পাশে দাঁড়ায়নি। ফলে আজও সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী'র হাত ধরে মা-বাবাকে নিয়ে কার্যত জিপসির জীবনযাপন করছে। গতকাল রাজধানী আগরতলাতেই কথা হয় জামাল হোসেন ও সদ্য বিবাহিতা তার স্ত্রী রুপসা সরকারের সাথে। সাথে ছিলেন জামাল হোসেনের মা বর্ণা বেগম। সদ্য বিবাহিতা রুপসা সরকার সজল চোখেই শোনালেন, আমরা সাত বছর ধরে একে অপরকে ভালোবাসি। গত তিন মাস পূর্বে বিশালগড় মহকুমা আদালতে আমরা আইন মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হই। আমার বাবা রবীন্দ্র সরকার একজন রাজমিস্ত্রী। আমাদের বিয়েতে মা-বাবা কারোর কোন আপত্তি নেই। একথা বলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে রুপসা। বরেন, আজ আমাদের জীবন সংকটে। রুপসার কথা শেষ না হতেই পাশে থাকা জামাল হোসেনের মা বর্ণা বেগম তুলে ধরলেন আরও নৃশংস চিত্র। বললেন, এ ঘটনার পর আমরা লাড্ডু চৌমহনির বাড়িতে গেলে আমাদের উপর হামলার চেষ্টা করে। বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। গেটে তালা বুলিয়ে দেয়। বর্ণা বেগম আরও জানান, তাঁর স্বামী জামাল হোসেন হার্টের রোগী। নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। লাড্ডু চৌমহনির নব্য রাম ভক্ত তিন নেতা ঘর থেকে ওষুধ পর্যন্ত আনতে যেনি। ওদের কত হাতে পায়

ধরেছি। স্থানীয় ক্লাবের নেতার কাছে গেলাম, গেলাম মন্ডল সভাপতির কাছে। উনি স্থানীয় কয়েক জন নেতার নাম বললেন। কিন্তু কেউ সাহায্য করলো না। ব্যথ হয়ে এনসিসি থানার দ্বারস্থ হলাম। এন সি সি থানা কর্তৃপক্ষ জিবি ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। জিবি ফাঁড়িতে দারোগাবাবুকে কত অনুরোধ করলাম। আশা দিলেন। এখানেও ব্যর্থ হলাম। এখন আমরা কি করি কোথায় যাবো জানি না বলেই শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন বর্ণা বেগম, যারা ধর্মের অজুহাত তুলে আমাদেরকে বাড়ি ছাড়া করলো তারাি এখন আড়াই লাখ টাকা দাবি করছেন উপটোকে। আড়াই লাখ টাকা দিলে পর আর ধর্মের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। বাড়ির তালাও খুলে দেবে। কিন্তু আড়াই লাখ টাকা আমরা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম’র খবরের জের

অ্যাডভাইজারি জারির জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিপিকে সুপারিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি। উত্তর জেলার পানিসাগর থানায় একটি জামিন অযোগ্য মামলায় আসামিদের সাথে ম্যাচ ফিল্মিং করে নিজেদের পকেট ভারি করে মামলার দফারফা করে লুণ্ ধারায় অভিযুক্তদের পার পাইয়ে দেওয়ার পরিকল্পিত পায়তারা করেছিলো থানাটির ওসি ইনসপেকটর সৌগত চাকমা সহ অন্তত আধা ডজন পুলিশ অফিসার। কিন্তু প্রতিবাদী কলম পত্রিকা পানিসাগর থানার পুলিশ কর্তাদের গান্ধারি যথাসময়ে ফাঁস করে দেওয়ায় ভাবাচ্যাকা খেয়ে জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করে আসামিদের গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়েছিলো পানিসাগর থানার পুলিশ। যদিও তাদের পায়তারা ছিলো ধাম্য পঞ্চায়েতের মোড়লদের মাধ্যমে বিচারের প্রহসন করে মামলা ধামাচাপা দিয়ে অপরাধীদের পার পাইয়ে দেয়ায়। এদিকে বাদীপক্ষ প্রতিবাদী কলম’র খবরের সংশ্লিষ্ট ক্লিপিংস এপিপির মাধ্যমে মাননীয় আদালতে জমা করলে প্রথম শুনানিতেই মামলার তদন্তকারী অফিসারের অপালর্গতা ও বাট পাড়ি ধরা পড়ে জেলার বিচারক উত্তর জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়ে মামলার আইওকে সরিয়ে নতুন আইও নিযুক্তির নির্দেশ দিলে তদন্তের দায়িত্ব পায় এসআই বীরকিশোর ত্রিপুরা। তাছাড়া মামলাটির প্রতি বাস্তবতাভাবে নজরদারির জন্য তৎসময়ের এসপি ভানুপদ চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়েছিলো। ইতিমধ্যে ধরা পড়ে যায় সিআরপিসির ১৭৩ (২) (ক) ধারা মতে তদন্তকারী অফিসার বাদীপক্ষের সাথে তদন্ত বিষয়ক কোনও যোগাযোগ না করে ১০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫জনকে ছাড় দিয়ে মাত্র ৫ জন অভিযুক্ত করেছে। মামলার সাক্ষীদের ভুলভাল নাম লিখে অপরাধীদের লুণ্ ধারার ভর করে রাজ্যের পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশনে গত বছর ০৯/১২/২০২০ ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে নিষিদ্ধ হয় কমপ্লেন্ট নং ৫০/২০২০ অভিযোগপত্রের সাথে ঘটনার যাবতীয় রক্তাক্ত প্রবতি, প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত একত্রান্ত সবক’টি সংবাদে ক্লিপিস এবং প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের অপেক্ষসূলভ আচরণ ও দুর্বলতার বিস্তারিত লিখিতভাবে জানায় বাদীপক্ষ। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ব্যয় করে খোদ পুলিশ কমিশনের ডেপুটি এসপিদের পানিসাগর ও ধর্মনগরে দু’দুবার পাঠিয়ে তদন্ত করিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন পুলিশ কমিশন। গত ২৩/১২/২০২১ ইং তারিখে পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এসসি দাস, ওয়াই কুমার ও জি কে রাও কমিশনের সম্মানিত সদস্যদ্বয় উপরোক্ত রায় ঘোষণা করেন। কমিশনের সচিব এস ভট্টাচার্য সহো নং ৪১ (১) /পিএসি/আইএনএকিউ/ ২০২০/২৫৭৯১ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ মূলে ১৯ পৃষ্ঠার রায় বাদী পক্ষের নিকট পাঠিয়েছেন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিপিকে কপি পাঠানো হয়েছে।

ঘটনা ও মামলার পটভূমি : পানিসাগর থানার অন্তর্গত তিন্দুগ পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড চাঁদপুর মসজিদের ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে ০৪/১০/২০২০ ইং মসজিদ প্রান্তে একটি সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিলো। তখন যুগ্মদান দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র কথা কাটাকাটি ও বাকবাণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তখনই মাদ্রাসা শিক্ষক নূর উদ্দিন, জয়নালউদ্দিন, সফিক উদ্দিন, আব্বাসউদ্দিন, আব্দুল আজিজ সহ ১০/১৫ জন দুকুতি দা, লাঠি, শাবল, কুড়াল, রড ইত্যাদি নিয়ে অপর পক্ষের আব্দুল করিম’র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একলাপাতাড়ি কোপাতে থাকে। আব্দুল করিম’র আর্চটিক্বারে তার স্ত্রী রাহেনা বেগম, বোন মিনারা বেগম, বৃদ্ধা ম্যা মাক্সদা বিবি এবং ভাই আব্দুল হেকিম বিঁচাতে এগিয়ে এলে তাদের উপরও সমস্ত আক্রমণ করলে একই পরিবারের ৪ সদস্য

রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে মসজিদ সংলগ্ন সড়কে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। তখনই আশ পাশের লোকজন এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে তিলেঁথে হাসপাতালে প্রেরণ করলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা পায় আহতরা। সারা শরীরে ব্যাভেজ ও সেলাই নিয়ে এদিনই (০৪/১০/২০) আব্দুল করিম’রা রাত ১০/১১ ঘটিকায় তিলেঁথে হাসপাতাল থেকে অটো করে পানিসাগর থানায় আসলে তাদের উপর কর্তব্যরত পুলিশ দুর্ব্যবহার করে থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। থানা থেকে বের হয়ে আসার সময় তারা সংঘটিত ঘটনার আসামিদের নাম উচ্চারণ করলে পুলিশ নাম লেখার অভিনয় করলে আসলে কিছুই লিখেনি বলে অভিযোগ। তিলেঁথে হাসপাতালের রেফার পেয়ে আব্দুল করিম ও পরিবারের সদস্যরা সে রাতেই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয় চিকিৎসা পরিসেবা নিতে। পরে তারা উচ্চ চিকিৎসার জন্য শিলচর ও গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা গ্রহণ করে ২৫/২৬ দিন পরে বাড়িতে ফিরে আসে। তখনই পানিসাগর থানা কর্তৃক বিষয়টি যেসব গ্রাম্য মেডালদের হাতে ন্যস্ত করেছিলো, তারা জানিয়ে দেয় আব্দুল করিমদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হওয়া আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করা সম্ভব নয় আসামিদের পক্ষে। মোড়লরা আব্দুল করিম ও তার স্ত্রী রাহেনা বেগমকে জানায়, তারা যেন আচরণে সতর্ক হন। তখনই আব্দুল করিম ও তার স্বামী আব্দুল করিম পানিসাগর থানায় গেলে খোদ ওসি সৌগত চাকমা ও এসআই গুরুপদ দেবনাথ তাদের সাথে চূড়ান্ত অব্যবহারণ করে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে ধামে গিয়ে আপোশ মীমাংসা করতে / পরে রাহেনা বেগম ও তার স্বামী আব্দুল করিম ০৩/১১/২০২০ ইং ফের পানিসাগর থানায় গেলে তাদের লিখিত একফাইআর ছুড়ে ফেলে দেয় এসআই গুরুপদ দেবনাথ। পরিবর্তে এসআই হীরেন্দ্র দেববর্মা আব্দুল করিম’র স্ত্রী রাহেনা বেগমকে একটি সাদা কাগজে সই করে কমিশন পাঠান। ওই সাদা কাগজে হীরেন্দ্র দেববর্মা তার মর্জিমতো এজাহার সাভিজে পানিসাগর থানার মামলা নং ৪৬/২০২০ ইং তারিখ ১১/১১/২০২০ ইং ফের পানিসাগর থানায় গেলো এসসি সৌগত চাকমা নং ৪৬/২০২০ ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ওই সাদা কাগজে হীরেন্দ্র দেববর্মা তার মর্জিমতো এজাহার সাভিজে পানিসাগর থানায় এসেছে যখন রাহেনা’রা বহিরাঁর্জো চিকিৎসার জন্য পানিসাগরে অনুপস্থিত ছিলো। অভিযুক্তদের আত্মীয় পুলিশের দ্বারা পানিসাগর থানা বন্দীকরণ মন্ত্রে বশ হয়ে মামলার দফারফা করতে উঠে-পড়়ে লেগে জামিন অযোগ্য মামলাকে জামিনযোগ্য করে অভিযুক্তদের পার পাইয়ে দিতে নীলনকশা রচনা করে। তখন প্রবীণ আইনজীবীদের মত ছিলো এই মামলায় ৩০৭ (হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ) ৩৫৪ (মহিলাদের শ্রীলতাহানি) ৩২৬ (গুরুতর জখমপ্রাপ্ত করা) ১০৭ (ধমকি-ধমকি) ইত্যাদি আইপিসি ধারা যুক্ত করা প্রয়োজন। যুসখোর পানিসাগর থানা কেবল ৩৪১/৩৪ ধারায় দিয়ে ম্যাচ ফিল্মিং করে অভিযুক্তদের পার পাইয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলো বলে বাদীপক্ষ বুঝতে পারে। এতবড় ভয়াবহ ঘটনার পানিসাগর থানা তখন একটি ন্যূনতম জিডি পর্যন্ত এন্ট্রি করেনি বলে অভিযোগ। বীভৎস ও জঘন্য নারসিক ঘটনা এই ভিজিটাল যুগে পানিসাগর থানা থেকে আসলে ০৮/১১/২০২০ ইং দুর্ভৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গোটা পরিবার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত শীর্ষক খবর প্রকাশ হলে ভাবাচ্যাকা খেয়ে যায় পানিসাগর থানা। তখনই মামলাটিতে ৩২৬ ধারা যুক্ত করে অপালর্গ গান্ধার আইও গুরুপদ দেবনাথ ১১/১১/২০২০ ইং

তারিখে ৫ আসামিকে গ্রেফতার করে ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করলে অভিযুক্তদের জেলহাজতে পাঠান মাননীয় বিচারক। তখনই চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের গোচারে ধরা পড়ে মামলার আইও গুরুপদ দেবনাথের বাট পাড়ি। আদালত মন্তব্য করেছেন হয় আইও তদন্তে ইচ্ছাপ্রত গাফিলতি করেছে নতু বা অবৈধপন্থা অবলম্বন করেছে। তখনই মাননীয় আদালত আইওকে পরবর্তী তারিখে সশরীরে হাজিরার নির্দেশের পাশাপাশি আইও পরিবর্তন করার জন্য এসপিকে নির্দেশ দিলে বি কে ত্রিপুরাকে মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়। বাদিনী রাহেনা বেগম ও তার স্বামী আব্দুল করিম নতুন আইও বীরকিশোর ত্রিপুরার নিকট আর্জি জানান, মামলায় ৩০৭ ও ৩৫৪ ধারা যুক্ত করে অবশিষ্ট ৫ আসামিকে গ্রেফতার করতে কারণ এরা বাদী পক্ষকে ধমকি দিচ্ছিলো মামলা প্রত্যাহার করতে। আশায্য তাদের ভয়াবহ পর্গণিত হবে কিন্তু আইও বীর কিশোর ত্রিপুরা, ওসি সৌগত চাকমা কেউই তাদের আবেদনকে ন্যূনতম সাড়াও মানবিকতা দেখায়নি। তখনই বাদীপক্ষ পুরো পানিসাগর থানার আধা ডজন অফিসার অর্থ বলে বলীয়ান আসামি পক্ষ দ্বারা বন্দীকরণ মন্ত্রে বশ হয়েছে বলে বুঝতে পারে। তখনই বাদিনী রাহেনা বেগম পানিসাগর থানার ওসি ইনসপেক্টর সৌগত চাকমা (বর্তমানে আডহর প্রমোশন পেয়ে এসপি অফিসে ‘ক্লোজ’ করে রাখা) এসআই গুরুপদ দেবনাথ এসআই বীর কিশোর ত্রিপুরা, এসএসআই হীরেন্দ্র দেববর্মা, মহিলাএএসআই উমা নমঃ, এসআই আব্দুল হামিদ, কনস্টেবল বাবুল হোসেন প্রথমে বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে রাজ্যের পুলিশ কমিশনে ০৯/১২/২০২০ ইং তারিখে লিখিত অভিযোগ নথিভুক্ত করলে মামলা নং ৫০/২০২০ ইং রেজিস্ট্রি হয়। সঙ্গে প্রতিবাদী কলম-এ প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরের ক্লিপসং জুড়ে দেয়।

পানিসাগর থানার মামলার বাদিনী রাহেনা বেগমের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনে মামলা নং ৫০/২০২০ রেজিস্ট্রি করে কমিশন বাদীপক্ষকে শশন পাঠালে রাহেনা বেগম, তার স্বামী আব্দুল করিম ২৯/১২/২০২০ কমিশনে হাজির হলে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে কমিশন। তাদের সাক্ষ্যবাদের সারমর্ম হচ্ছে — ১) ঘটনার দিন অর্থাৎ ০৪/১০/২০২০ ইং রাত ১০/১১ ঘটিকার সময় রাহেনা হাসপাতাল থেকে পানিসাগর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তাদের সাথে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। রাজা ও বহিরাঁর্জো চিকিৎসার পর প্রথমবার ২৯/১০/২০২০ ইং লিখিত এজাহার নিয়ে গেলে ওসি সৌগত চাকমা ও এসআই গুরুপদ দেবনাথ এজাহার গ্রহণ না করে তাড়িয়ে দেয়। রাজ্যে ও বহিরাঁর্জো চিকিৎসার পর পুনরায় ২৯/১০/২০২০ ইং লিখিত এজাহার নিয়ে গেলে ওসি সৌগত চাকমা ও এসআই গুরুপদ দেবনাথ এজাহার গ্রহণ না করে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে ০৩/১১/২০২০ ইং তৃতীয়বারের সময়ও তাদের অভিযোগ গ্রহণ না করে গ্রাম্য মোড়লদের মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাটের পরামর্শ দেয় পুলিশ কিন্তু রাহেনা বেগম নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকলে বাধ্য হয়ে এসএসআই হীরেন্দ্র দেববর্মা একটি সাদা কাগজে পুলিশের ইচ্ছেমতো বয়ান লিখে হানোনার স্বাক্ষর গ্রহণ করে। ওসি সৌগত চাকমা লুণ্ ধারায় অর্থাৎ ৩৪১/৩৪ ধারায় মামলা রেজিস্ট্রি করে গুরুপদ দেবনাথকে তদন্তের দায়িত্ব দেন (২) পুলিশের বয়ানে ১০ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫ জনকে ছাড় দেয় বাদীপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (৩) অভিজ্ঞ আইনজীবীদের মতে যে মামলা ৩৪১/৩০৭/ ৩৫৪ (৫)/ ৩৩৬ /১০৭/৩৪ ধারায় নথিভুক্ত হওয়ার কথা, সেখানে শুধুই ৩৪১/৩৪ ধারায় নথিভুক্ত করে আসামিদের পার পাইয়ে দেওয়ার ছক ছিলো। ইতিমধ্যে প্রতিবাদী পত্রিকায় বিষয়টি সবিস্তারে প্রকাশ হলে বাধ্য হয়ে তদন্তকারী অফিসার গুরুপদ দেবনাথ ৩২৫ ধারা যুক্ত করে ১১/১১/২০২০ ইং ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ

করে।(৪) মামলার আইও গুরুপদ দেবনাথ তার ফেরোয়ার্ডিং লেটারে বাদীপক্ষের গুরুতর জখমকে ‘নট সেভিয়ার ইন ন্যাচার’ লেখায় আদালতের বিচারকের দৃষ্টিতে পড়়লে তাকে আইও’র দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। পরে বীর কিশোর ত্রিপুরাকে আইও’র দায়িত্ব দিলে সে বাদীপক্ষের সাথে কথা বলতেও রাজি হয়নি। ঘটনার দিন ক্ষতবিক্ষত রাহেনার ও বোন মিনারার রক্তমাখা কাপড়চোপড় অ্যাভিডেল রূপে সিজ করেনি। রাহেনা ও তার স্বামী আব্দুল করিম পুলিশ কমিশনকে জানায় আসামি

পুলিশ অ্যাকাউন্টবিলিটি কমিশনের যুগান্তকারী রায় পানিসাগর থানার ওসি সহ ৪ অফিসারের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস -র নির্দেশ

পক্ষের নিকটাত্মীয় দুই পুলিশ কর্তা প্রভাব খাটিয়ে পুরো পানিসাগর থানাকে বশ করে তাদের ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে এবং অভিযুক্তদের শাস্তি থেকে খালসা পাওয়ার সব পথ প্রশস্ত করেছে। রাহেনা বেগম কমিশনকে আরও জানানয়, তারা পুলিশ কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলে পুরো পানিসাগর থানা তাদের উপর ক্ষেপে গিয়ে দলদা নেওয়ার ছক রচনা করে ওসি সৌগত চাকমার নেতৃত্বে। ২৪/০১/২০২১ মহিলা এসআই উমা নমঃ ও গুরুপদ দেবনাথ মোবাইলে রাহেনা বেগমদের এই বলে থানায় ডেকে পাঠায় থানার ২৩ জনকে একটি কাগজে স্বাক্ষর করতে। রাহেনাদের মামলার চার্জশিট তৈরিতে নাকি স্বাক্ষরগুলি খুবই প্রয়োজন। সরল বিশ্লেষণে রাহেনা ও তার স্বামী আব্দুল করিম বিকাল সাড়ে চারটায় পানিসাগর থানায় হাজির হলে উমা নমঃ গুরুপদ দেবনাথ ও ওসি সৌগত চাকমা চারচক্ষু দেখিয়ে আব্দুল করিমের শরীরের জ্যাকেট খুলে লকআপে পুরে দেয়। কনসেন্টীতে লকআপে পুরে বেশ কয়েকটি কাগজে স্বাক্ষর নেয়। তখন রাহেনা ও করিমের নানাবিকার মেয়ের সামনেই পুলিশবাবু’রা বলতে থাকে আব্দুল করিম নাকি গ্রামের আব্দুল আজিজের স্ত্রী সিরি বেগমকে ধর্ষণ করেছে। রাহেনা বেগম জানায়, পুলিশ কমিশনে বিচার চাওয়ায় পানিসাগর থানা ৩৫৪ (খ) ধারায় তার স্বামী করিমকে গ্রেফতার করে জেল খাটিয়ে তাদের হিংসা চরিতার্থ করে। রাহেনাদের অভিযুক্ত আসামির স্ত্রীকে ব্যবহার করে ধর্ষণের মামলা সাইয়েজে পানিসাগর থানা যদিও বিলিঁথে চাঁদপুর গ্রামের কাকপক্ষীও এমন ঘটনা ঘটেছে বলে সেদিন জানে নাই।(৫) রাহেনা বেগম ও আব্দুল করিম তাদের রক্তের জৈনক সাদিকুর রহমানকে কমিশনের সামনে হাজির করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়, পানিসাগর থানা ঘটনাটি মোড়লদের মাধ্যমে মিটমাটের চেষ্টা করেছিলো। সব চেষ্টা করেও সফল না হয়ে পরে লুণ্ ধারায় মামলা নিয়ে ধরা পড়ে যায়। এইভাবে ওসি সৌগত চাকমা, গুরুপদ দেবনাথ, হীরেন্দ্র দেববর্মা, বীরকিশোর ত্রিপুরাকে পুলিশ কমিশনে হাজির করে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য রাখলেও তাদের দূরভিসন্ধি পুলিশ কমিশনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। পানিসাগর থানার মামলার নং ৪৬/২০২০ ইং এর চার্জশিট আদালতে জমা করেন ৪র্থ আইও সন্মীর রায় যা রাজ্যে নজিরবিহীন। পুলিশ কমিশন অবশেষে সত্য উদ্ঘাটনে কমিশনের ডেপুটি এসপি’র নেতৃত্বে একটি টিম ২/৩ বার পানিসাগর ও ধর্মনগর সফর করে যে রিপোর্ট কমিশনে জমা করেন তা বাদীপক্ষের অভিযোগকে অনেকটাই প্রমাণিত ও স্পষ্ট করেছে। পুলিশ কমিশন মন্তব্য করেছেন বাদীপক্ষের সাক্ষ্যব্যাক্য এবং কমিশনের ডেপুটি এসপি’র নেতৃত্বে পুলিশ টিমের তদন্ত সাপেক্ষে জমাকৃত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে রায়ের ২৯তম অনুচ্ছেদে সর্বমোট দশটি মন্তব্য করেছেন যা পানিসাগর থানার উপরোক্ত অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের প্রতি দেয়াব্যবস্রপ। পাশাপাশি এসব পুলিশ অফিসারদের পেশাদারিত্বে যেসব খামতি, গাফিলতি ও নাল্লারজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলো তা একে একে উন্মোচন করে শোষণানোর নিশ্চয় রয়েছে।

৩০তম অনুচ্ছেদে কমিশন মন্তব্য করেছেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের যে এতবড় গুরুতর ঘটনা ঘটানো যেখানে। সেভিয়ার ইনজুরি বা গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়ে আহতরা প্রথমে তিলেঁথে পরে ধর্মনগর, শিলচরও গুয়াহাটিতে চিকিৎসা গ্রহণ করলো অথচ পানিসাগর থানা কিছুই জানে না বুঝে না তা বিস্ময়কর। এ জাতীয় ঘটনা কিতাবে থানার দৃষ্টি এড়ালো তা থেকে পুলিশ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। ঘটনায় ৩০ দিন পর একফাইআর গ্রহণ আরও উদ্দগ ও উৎকর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে। সংঘটিত

ঘটনায় সিআরপিসির ১৫৪ ধারা ‘লেটার অ্যান্ড সিপারটে’ আঘাত করেছে। মামলার তদন্তকারী অফিসার গুরুপদ দেবনাথ স্বীকার করেছে উদ্ভূতের সময় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে টেলিফোনে কথা বলে রিপোর্ট তৈরি করে আদালতে জমা করেছিল। তারিখ ২৭ জানুয়ারি। নিজেদের ইনিশিয়াল দিয়ে যে চার প্রচারক এরাভ্যে রাস্ত্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আর এস এস) ভিত রচনা করেছিল বাম কাননছড়ার মতো রাম আমলেও তারা উপেক্ষিতই রয়ে গেলে। দুই দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাদের হত্যাকারীদের বিচার হলো না। সমকালীন রাস্ত্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃত্ব হোক কিংবা তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাই হোক সেই চার সংঘ প্রচারককে বোমালু ভুলে গেছে। ক্ষমতার রঙ্গিন নেশায় আজকের প্রজন্মের গেরুয়া নেতৃত্ব এতই অন্ধ হয়ে গেছে যে, বছরে অন্তত একটা দিন নিহত চার সংঘ প্রচারকদের স্মরণ করার বিষয়টি পর্যন্ত আলোচনায় এজেভায় স্থান পায় না। অথচ বর্তমান সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর একাধিক তামাদি মামলার ফাইল পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও খোলাসা করে বলা যায়, ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট ধলাই জেলার কাননছড়ার চড়াই-উতরাই পথ থেকে উ-ধবাদীরা যে চার

করেছে যা পুলিশের পেশাদারিত্বের পরিপন্থী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন অনস্বীকার্য। কমিশন আরও মন্তব্য করেছেন, এহেন পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কর্মনিষ্ঠার অভাব চিহ্নিত করে পদক্ষেপ জরুরি যাতে ভবিষ্যতে পুলিশের ভাবমূর্ত্তিকে কলুষিত না করে। ভবিষ্যতে যাতে এ জাতীয় ইনসপেকটর বি কে ত্রিপুরার বয়ানে প্রতিয়মান হয় যে, পুলিশ অফিসারদের মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে যে, তারা কমিশনে হাজির হওয়ার সময় মামলার গতি-প্রকৃতি বাদী পক্ষের ক্ষোভের কারণ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ না বোঝে নিধিরাম সর্দারের মতো কমিশনের সামনে হাজির হয়। পানিসাগর থানার সেকেন্ড অফিসার বীরকিশোর ত্রিপুরা তাই প্রমাণ করলেন বেকি? পরিশেষে পুলিশ কমিশন তাদের ২৩/১২/২০২১ নির্দেশে মামলা নং ৫০/২০২০ ইং এর প্রেক্ষিতে পানিসাগর থানার নিম্নলিখিত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে সুপারিশ করেছে

যারা সংঘটিত মামলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১) সৌগত চাকমা, ওসি, পানিসার থানা ; ভয়াবহ ও বীভৎস ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ এবং একফাইআর রেজিস্ট্রিতে প্রায় একমাসের বিলম্বের জন্য যথাবহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রায় সব অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার বলেছেন, বাদী পক্ষ ০৩/১১/২০২০ ইং পানিসাগর থানায় অভিযোগ নিয়ে এসেছিলো অর্থাৎ ০৪/১০/২০২০ তারিখের ঘটনার পর পরই আসে নাই। কমিশনের অভিমত হচ্ছে এ জাতীয় বয়ানে সংঘটিত ঘটনার অন্ততপূর্ব গুণ্ডরু হালকা হয়ে যায় না। বাদীপক্ষ, তার স্বামী, তার সাক্ষীগণ এবং কমিশনের ডেপুটি এসপি’র তদন্ত সাপেক্ষে রিপোর্টে পুলিশ কর্তাদের বাহানা ধোপে টিকেনা। গুরুপদ দেবনাথ : পুলিশ পেশার মতো কঠিন ও নির্মম সত্য কর্তব্য সাধনে এক অপেশাসুলভ কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য গুরুপদ দেবনাথের বিরুদ্ধে

ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন গ্রহণ করতে হবে। বীর কিশোর ত্রিপুরা : তাকে সাবধান হতে হবে এবং উপযুক্ত আডভাইজারি দিতে হবে যাতে করে তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সময়মতো অনুবাহন করে মামলার সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কমিশনে হাজির হয় এবং এই মর্মে পুলিশ অফিসারদের কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে যে বিবিধ সংস্থা রয়েছে তাকে সজিয়ে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গুরুপদ দেবনাথের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ সমানভাবে প্রযোজ্য। পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে রাজ্যের সমস্ত (ফাঁড়ি ও থানার) ওসিদের এই মর্মে উপযুক্ত অ্যাডভাইজারি জারি করতে হবে যাতে আইওগণ আরও জগ্রতভাবে তদন্তের সময় মেডিক্যাল অফিসারদের ডকুমেন্টারি অ্যাভিডেল এর উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট করে জমা করেন। ২৬ নং অনুচ্ছেদে গুরুপদ দেবনাথের বয়ানে এই গুরুতর খামতি ধরা পড়েছে। এই আদেশের কপি স্বরস্টি দফতরের সচিব ও ডিজিপিকে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশন।

অতীতের ঘটনা আজও জীবন্ত

স্বয়ংসেবককে অপহরণ করে হত্যা করেছিল তাদের নামও ভুলে গেছে গেরুয়া শিবির। উগ্রবাদীদের হাতা ২২ বছর অতিক্রান্ত।বামফ্রন্ট এখন রাজ্যের ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় গেরুয়া শিবির। যাদের অনেকেরই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পাঠশালাতেই হয়েছে। সদ্গত কারণেই সাধারণ একজন স্বয়ংসেবক এবং নিহত চার সংঘ প্রচারকের আত্মীয় স্বজনরা আশায় বুক ঝেঁধেছিল এবার হয়তো তাদের সন্তানদের হত্যাকারীদের বিচার হবে। পরিতাপের বিষয় হলো, বিচার দূরের কথা আজকের তাদের উত্তরসূরীরা নিষ্ঠুরতম সেই ঘটনাকে কার্যত ভুলেই গেছে। তাদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখা দূরের কথা দল কিংবা সংগঠনের বৈঠকে তাদের নামও এমন আর উচ্চারণ হয় না। তাকে কেন্দ্র করেই অসন্তোষ চলছে রাজ্যের প্রবীণ বিজেপি ও স্বয়ংসেবকদের একটা বড় অংশের মধ্যে। গতকাল আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত রাজা সক্ষরে আসেন।বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার

দেব’র সাথে। বৈঠকে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। কিভাবে গেরুয়া শিবিরকে মজবুত করতে হবে তার পরামর্শও দিয়েছেন। কিন্তু হতভাগ্য চার আর এস এস প্রচারকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রা শব্দও শুনায়নি। এমনই অভিযোগ রাজ্যের আর এস এস কর্মকর্তাদের একাংশের যাকে কেন্দ্র করে আর এস এস’র একাংশ কর্মকর্তার মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে খবর উল্লেখ্য, রাজ্যের পাছাড়ি জনপদে জনজাতিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মান্ত্রিত হওয়ার প্রবণতা চলছিল। একটা অংশের জনজাতিরা খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। এই প্রবণতা ঠেকাতে কিছুটা হলেও কাজ করেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। আর এই কল্যাণ আশ্রমগুলো স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূ মিকা ছিল কাননছড়া থেকে অপহৃত চার সংঘ প্রচারকের। বলা যায়, আজকের ত্রিপুরায় গেরুয়া শিবিরের ক্ষমতা দখলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্ষান্বিতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের ‘রিচ’ কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের টুইটার হ্যাণ্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী।

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্ষান্বিতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের ‘রিচ’ কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরেন্দ্র শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের টুইটার হ্যাণ্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্ষান্বিতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের ‘রিচ’ কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের টুইটার হ্যাণ্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ওই চিঠিতে গুয়ানাডের সাসেন্দ দারি করেছেন, গত’ ২১ সালের প্রথম সাত মাসে তাঁর টুইটার হ্যাণ্ডলে প্রায় চার লক্ষ ফলোয়ার যুক্ত হয়েছিলেন।



কোভিড বিধি মেনে ছামনুতে বিজেপি’র যোগদান সভা।

নির্বাচনের প্রচারে রাহুল

চণ্ডীগড়, ২৭ জানুয়ারি।।একদিনের পাঞ্জাব সফরে গেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সারাদিন তিনি তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলি এদিন তিনি দর্শন করেন। এরপর ১০৯ জন প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করেন। কারণ আগামী মাসেই পাঞ্জাবে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। বৃহস্পতিবার থেকে পাঞ্জাবে ভোট প্রচার শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন প্রথমেই কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সঙ্গে তিনি স্বর্ণমন্দিরে গিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ জলন্ধরে ছিল তাঁর ভাড়াূয়াল

গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচয় মনিয়ে তিওয়ারিকে দেখা যায়নি। পদক্ষেপ না রাখল গান্ধীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা রভনীত বিটুও। দলীয় সুত্রের খবর মণিষ তিওয়ারি, রভনীত বিটুসব পাঁচ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে যোগ্য নেতা বলে মনে করেন না। তাই তাঁর নির্বাচনি প্রচারে উপস্থিত থাকবেন না। অমৃতসরে দলের অধ্যক্ষ সুনীত দেওরা অনুপস্থিত ছিলেন। যদিও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেণুগোপাল বলেছেন, এই দাবিগুলি খুবই অসংগত। পাঁচ কংগ্রেস সাংসদ থাকবেন রাহুল গান্ধীর সভায়। কংগ্রেস নেতা এদিন যান অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। এরপরেই চল্লিশের ছিল তাঁর ভাড়াূয়াল

জনসভা। এর পর তিনি যান মিঠাপুর। দিল্লি ফেরার আগে তিনি আরও একটি জনসভা করি ফিরবেন। এর আগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিনহা চল্লি এবং রাজা প্রধান নভোজাত সিং সিধু, উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং রানধাওয়া এবং ওপি সোনি তাঁকে অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসেন। এদিন রাহুল গান্ধী সবার সঙ্গে বসে লঙ্গার খান। প্রসঙ্গত নির্বাচন সফর। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ রাজ্যের ভোটে কোনওরকম রোড শো করা যাবে না। তাই সবার মতো রাহুল গান্ধীও ভাটুর্যাল সভা করে প্রচার সারলেন।

‘রিচ’ কমছে!

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্ষান্বিতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের ‘রিচ’ কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরেন্দ্র শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের টুইটার হ্যাণ্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী। নিজেদের অজান্তেই মানুষের বাক্ষান্বিতায় বাধা দিচ্ছে টুইটার। তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টের ‘রিচ’ কমছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরের টুইটার হ্যাণ্ডলের তুলনা টেনে সংস্থার সিইও পরাগ অগ্রবালকে এমনই ভাষায় চিঠি লিখেছেন রাহুল গান্ধী।

খুনের পর যুবকের দেহ শ্মশানঘাটে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। সদ্য এসপিও’র চাকরিপ্রাপ্ত যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মৃতের পরিজন এবং এলাকাবাসী ঘটনাটিকে খুন বলেই অভিযোগ করেছেন। মৃত যুবকের নাম বিপ্লব দেবনাথ (৩৪)। সম্প্রতি এসপিও’র চাকরি পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া থানায় তার প্রশিক্ষণ চলছিল। তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল শ্মশানঘাট সংলগ্ন বাঁশবাগানে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যুবকের বাড়ি ওই এলাকাতেই। জানা গেছে, গত রবিবার তিনি হরিনাম সংকীর্তনে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু করইলং থেকে তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের লোকজন থানার দ্বারস্থ হন। বিপ্লবের মিসিং ডায়েরি করা হয় থানায়। এরপরও এলাকাবাসী তাকে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। যে জায়গায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় সেখানেও তল্লাশি করেছিলেন তারা। কিন্তু বুধবার সকালে বাড়ি থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে বাঁশবাগানে তার গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তবে মৃতদেহ যেভাবে মাটিতে পড়েছিল তা দেখে সকলেই খুনের অভিযোগ করেন। পরবর্তী সময় ডগলেক্সায়ড নিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ছুটে আসেন বিধায়ক কল্যাণী রায়ও। পরিবারের অভিযোগ, বিপ্লবকে অন্য কোথাও খুন করে মৃতদেহ শ্মশানঘাটে ফেলা হয়েছে। তবে কি কারণে তাকে খুন করা হয়েছে তা কেউই বলতে পারছেন না।

রঞ্জিতনগরবাসীরা খুঁজছেন পাপিয়া ও কল্যাণীকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রামনগর বিধানসভার রঞ্জিতনগর এলাকার নাগরিকরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্তকে। যদিও পাপিয়া দত্তের বাড়ি রঞ্জিতনগরের অনতিদূরে। কারণ রঞ্জিতনগরে বাম আমলে পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে পাপিয়া দত্ত সোনি লোকবল নিয়ে মানব বন্ধন কর্মসূচি করেছিল। বাম আমলে যে ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন পাপিয়া দত্ত, একই ইস্যুতে এখন নীরব তিনি। কারণ রঞ্জিতনগরে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। পাপিয়া দত্তরা অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত, রঞ্জিতনগর-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাম আমলে পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছিলেন বর্তমান বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। বর্তমান সরকারের সময়ে অবাধ পুকুর ভরাট চললেও পাপিয়া দত্ত এবং কল্যাণী রায়রা যেন ভূমি দস্যুদের পক্ষ নিয়ে নীরবতা পালন করছেন। এমন অভিযোগও উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। রঞ্জিতনগরে যেখানে মানব



বাগুনি দত্ত, কল্যাণী রায় তারা বর্তমানে এসব ইস্যুতে এখন আর ময়দান গরম করছে না। নিম্নেকেরা দাবি করে, জমি মালিকিয়া, ভূমি দস্যুদের সাথে যাদের সম্পর্ক ভালো তারাই এসব ইস্যুতে নীরবতা পালন করছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুকুর ভরাট চলছে। রঞ্জিতনগর তার মধ্যে অন্যতম। সেখানে খেদ শাসকদের মণ্ডল নেতার বাড়ি-সহ পুরনিগমের কর্পোরেশনের এলাকাতেই যেন পুকুর ভরাট এখন কোনও ‘অপরাধ’ নয়। বাম আমলে যারা এসব বিষয়ে সরব হয়েছিলেন বর্তমানে তারাই নীরবতা পালন করছেন। উল্লেখ্য, রঞ্জিতনগরের পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয় মানুষ পাপিয়া দত্ত ও কল্যাণী রায়কে খুঁজছেন। তারা দাবি করেছেন, এই দু’জন নেত্রী যদি সেখানে যায় তাহলে পুকুর রক্ষা হবে। এখন এটাই দেখার বিজেপির আমলে পুকুর ভরাট বন্ধে সফল হতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। এলাকাবাসী সদর মহকুমা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

একপরিবারের বিরুদ্ধে সবাই থানায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। রাতের অন্ধকারে ঢিল ছোড়াছড়িকে কেন্দ্র করে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। আনুমানিক চার বছর ধরে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ঘটনা উদয়পুর মহকুমার মহারানি মহরমটিলা গ্রামে। উক্ত গ্রামের এক পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন রাত হলেই গ্রামবাসীদের প্রতিটি বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়। সেই সাথে চলে বিশ্রি ভাষায় গালিগালাজ। গত ২৩ জানুয়ারি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের উপর মারধর করে জনৈক পরিবার বলে অভিযোগ। ওই পরিবারের চারজন সদস্য এই



ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীরা এ

দুর্ঘটনায় জখম চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ডুজার-কমান্ডার জিপের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক চালক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর এই ঘটনা ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। জানা গেছে, রাস্তার পাশেই দাঁড় করানো ছিল ডুজারটি। কমান্ডার জিপটি দ্রুতগতিতে ডুজারে ধাক্কা মারে। কমান্ডারটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। স্থানীয়রা এসে বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে চেষ্টা করে কমান্ডার থেকে চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।

আশঙ্কাজনক কিশোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। গাড়ির ধাক্কায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৫ বছরের জয়দেব দে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদয়পুর ধ্বজনগর বাজারে জাতীয় সড়কে একটি কমান্ডার গাড়ি জয়দেবকে ধাক্কা দেয়। র্তে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে রেকার করা হয় জিবি হাসপাতালে। তবে ছেলটির শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলেই খবর।

নেতার হাতে আক্রান্ত বাজার কমিটির সভাপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। এখন কি তাহলে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কাকে নেমতন্ন করা হবে তা ঠিক করে দেবেন শাসকদলীয় নেতারা? বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর সুকান্ত মার্কটে এলাকায় বুধবার রাতে ঘটে যাওয়া মারপিটের পর এই প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। ওই এলাকার রেশন মিলার বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠানে কেন শাসক দলের নেতাকে নেমতন্ন করা হয়নি সেই কারণে তাকে প্রকাশ্যে মার হজম করতে হয়েছে। ওই নেতার নাম ইয়াসিন মিয়া। সবচেয়ে অবাধ করার বিষয়, ঘটনার পর বিশালগড় থানায় নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সুকান্ত কলোনিস্থিত রেশন মিলার বাড়িতে ওইদিন সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল।



দোকানদার গিয়ে কোনরকমভাবে রেশন মিয়াকে রক্ষা করেন। কিন্তু ইয়াসিন মিয়া ও তার সাদপাদরা

পরবর্তী সময় হানিফ মিয়ার দোকানেই ভাগুর চালায়। ঘটনাটি দেখে বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়া ছুটে আসেন। তিনি ঝামেলা মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইয়াসিনের দুই ছেলে ইব্রিস মিয়া এবং ইউনুস মিয়া মিলে তার উপর চড়াও হয়। সাথে ছিল অভিযুক্তের ভাই ননী মিয়াও। বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়াকে তারা প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। এলাকাবাসী জড়ো হতেই হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়াকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের নাম-ধাম লিখে নিয়ে আসলেও তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

চাষির ঘরে অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ২৭ জানুয়ারি।। গভাছড়া সরমার নিখিল সরকারপাড়ার সুবল সরকারের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিখিল সরকার গভাছড়া বাজারে যান। তার স্ত্রী বাড়ির পাশের জমিতে সবজি আনতে গিয়েছিলেন। তখনই হঠাৎ তাদের বসতঘরে আগুন লেগে যায়। সুবল সরকারের স্ত্রী বাড়িতে এসে দেখেন ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দরজা খুলে দেখেন ঘরের ভেতরে সর্বকিছু ভস্মীভূত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ছুটে এসে দমকল বাহিনী। তবে গ্রামবাসীরা তার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। অগ্নিকাণ্ডে সুবল সরকারের লক্ষাধিক টাকা র আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়েছে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও পুড়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

রক্তাক্ত করে টাকা ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। মদ্যপান করতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন এক স্রমিক। ঘটনা মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায়। আক্রান্ত প্রদীপ বণিক জানান, বাবুল-সহ আরও কয়েকজন মিলে তাকে মারধর করে। এমনকী তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়। প্রদীপ বণিকের বাড়ি আরকেশ্বর এলাকায়। তিনি এদিন দুপুরে মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায় এক দোকানে মদ্যপান করতে গিয়েছিলেন। তখনই তাকে মারধর করা হয়। ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থাতেই আরকেশ্বর থানায় ছুটে আসেন। পরে পুলিশ তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

ইঁদুরের উৎপাতে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। ইঁদুরের উৎপাতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মিষ্টি আলু চাষিরা। তেলিয়ামুড়ার বালুছড়া এলাকায় প্রায় ৪০টি কৃষক পরিবারের বসবাস। তারা কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এ বছর বালুছড়ার কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলু চাষ করেছেন। এখন ফসল ঘরে তুলছেন চাষিরা। কিন্তু দেখা গেছে প্রচুর সংখ্যক মিষ্টি আলু নষ্ট করে দিয়েছে ইঁদুরের দল। অন্যান্য বছরের মত এবারও ফলন ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ইঁদুরের উৎপাতে কৃষকরা বুঝে উঠতে পারছেন না আদৌ সেই ফসল বাজারজাত করতে পারবেন

কিনা? আর মিষ্টি আলু বাজারজাত করলেও তা থেকে লাভ হবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। কৃষকরা

এভাবে যদি ইঁদুরের উৎপাত চলতে থাকে তাহলে লাভ তো দূরের কথা খরচের টাকাও হাতে



জানান, মাটির নিচ থেকে ইঁদুরের দল গর্ত করে আলু নষ্ট করে দিয়েছে। তারা জানিয়েছেন,

আসবে না। তাই চাষিরা এখন অসহায় অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দফতরের সাহায্য চেয়েছেন।

যানজটে আটকে গেল ফায়ার সার্ভিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ২৭ জানুয়ারি।। যানজটে আটকে গেল ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সরমা এলাকার এক বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্য রওনা হন। কিন্তু মাঝ পথে তারা যানজটে আটকে পড়ে যান। যার ফলে কিছুটা সময় রাস্তাতে সময় নষ্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেলেও তার আগেই গ্রামবাসীরা মিলে আগুন নিভিয়ে ফেলে। স্থানীয়দের মতে, একই সময়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসলে আগুন আরও আগে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হতো। এইভাবে যানজটে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আটকে পড়ার ঘটনায় কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

নষ্টালজিয়ায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বৃহস্পতিবার সোনামুড়ার কাঁঠালিয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অধীনে পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং দুটি নির্মাণ প্রকল্পের ধারোদান করেন। এতে মোট ব্যয় হচ্ছে প্রায় তের কোটি টাকা। সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলা, গ্রামীণ রোজগার, বেকার সমস্যার সমাধান সহ উন্নয়নের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো আজ ধনপুরে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় আজ তারাও ভীষণ খুশি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষ যাতে এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয় তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেন শ্রীমতী ভৌমিক। ধনপুরের ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করে মঙ্গলবার একই দিনে সাতটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

প্রতিমা ভৌমিক। এতে সর্বমোট ব্যয় হচ্ছে প্রায় তের কোটি টাকা। বেলা একটায় তিনি নিদয়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের শিলান্যাস করেন। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে

তিনটায় নিভয়পুর বাজারে আশি লক্ষ টাকায় নির্মিত ফলক উন্মোচন করে একটি দ্বিতল বাজার শেডের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এখানে পশ্চিম জন বেকার যুবকের



সাঁইত্রিশ লক্ষ হয় হাজার টাকা। তার পর বেলা দুইটায় তিনি ফিতা কেটে এবং শিলান্যাস করে নির্ভয় পুরে একটি গ্রামীণ সড়কের উদ্বোধন করেন। এতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি এগার লক্ষ টাকা। বেলা

কর্ম সংস্থায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকায় উত্তর পাহাড়পুরে একটি পাকা সড়ক নির্মাণ হয়েছে। এটারও ফিতা কেটে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এর শুভ উদ্বোধন করেন শ্রীমতী ভৌমিক।

তার পর বেলা চারটায় উত্তর পাহাড়পুরের বাগান বাড়ি ইলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশে তিনি একটি অডিটোরিয়াম হলের ভিত্তি প্রস্তরের শিলান্যাস করেন। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি বাহান লক্ষ টাকা। সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ শান্তি নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে তিন কোটি তিনগুন লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ছয় কোটি টাকা। জি৪ পরিকাঠামোতে এই ভবনটি নির্মাণ করা হবে। কার পার্কিং, আধুনিক রেক্সোর সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থাকবে এখানে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে ফিতা কেটে ফলক উন্মোচন করে তিনি উদ্বোধন করেন শান্তি নগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নব নির্মিত দ্বিতল ভবনের। এতে মোট ব্যয় হয় এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা।

NOTICE INVITING TENDER					
<i>The Director, Directorate of Secondary Education, Agartala</i> invites e-Tender from bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers, having minimum 3(three) years experience in Supply, of Joint benches (Rubber wood-seasoned, boiled and chemically processed).					
Period of completion: - 365 days from the date of acceptance. The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in Corrigendum /Addendum, if any, will be published only on the above website.					
Sl. No.	Item	Quantity	Tender Value	EMD Value (2% of Tender Value)	Period of downloading Documents
1.	Supply of Joint Bench	52879 nos. (Number may be increased or disceased.)	Rs.1594.32 lakhs (approx)	31.89 lakh lakhs	w.e.f 19/01/2022 to 10/02/2022
Last date of submission of bid documents 10/02/2022 at 06:00PM					
Sd/- Illegible (CHANDNI CHANDAN, IAS) Director, Secondary Education, Govt. of Tripura					
ICA-C-3500-22					

TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD Gurkhabasti, Agartala-799006	
No. F.17(1)/TSPCB/Corrs./2021-22	25/01/2022
Attention To All the Occupiers/Owners of the Mineralized Water Manufacturing Units	
It is to inform all the Occupiers/Owners of the Mineralized Water Manufacturing Units that as per the Sections 25 & 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, for establishment and operating of a Mineralized Water Manufacturing Unit at any location in Tripura State, it is mandatory to obtain Consent to Establish (CTE) & Consent to Operate (CTO) Certificates from the Tripura State Pollution Control Board (TSPCB). All the Occupiers/Owners of the Mineralized Water Manufacturing Units are hereby requested to apply through OCMS portal (http://tpocms.nic.in/) immediately for obtaining CTE & CTO Certificate from the Board, if not yet availed.	
ICA-C-3506-22	Sd/- Dr. Bishu Karmakar Member Secretary
SAY NO TO SINGLE USE PLASTICS	

Press Notice Inviting e-Tender	
No. e-24/AGR/EE(MECH)/2021-22	
On behalf of the “Governor of Tripura” the Executive Engineer (Mech), Department of Agriculture & Farmer’s Welfare, Government of tripura, Matripalli, Badharghat, Agartala invites percentage rate e-Tender from the eligible bidders for “Repairing of plant & machinery of 500 MT capacity Teliamura cold storage by Supplying necessary spare parts etc. as required and trial run complete (2nd Call)” Up to 16/02/2022 at 03:00PM.	
Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with o/o the undersigned, if desired.	
Sd/- Illegible (Er. Falgun Debbarma) Executive Engineer (Mech) Department of Agriculture & F/W Matripalli, Badharghat, Agartala, Tripura	
ICA-C-3513-22	

GOVERNMENT OF TRIPURA OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE SADAR SUB-DIVISION: WEST TRIPURA (JUDICIAL SECTION)	
No F 8(4)/SDM/SDR/JDL/EM/2021/82-88	Date: /01/2022
MEMORANDUM	
Sub:- Inquiry into the untoward incident which took place at Agartala on 13.01.2022 between two students and Tripura Traffic Police personnel.	
WHEREAS, I Sri ASIM SAHA. Sub-Divisional Magistrate, Sadar, West Tripura District have been ordered by the Secretary to the Government of Tripura Home Department Vide No.F.22(1)-PD/2022(MI) dated, 24th January,2022 to conduct an inquiry relating to the subject cited above.	
NOW, THEREFORE, it is brought to the notice of all concerned that the said inquiry shall be held by the undersigned on 29.01.2022 at 11:00 AM at the Chamber of Sub-Divisional Magistrate, Sadar and who are in a position to throw some light on the said incident may remain present at the aforesaid place and time for giving deposition along with documents and video clip etc. if any.	
The names of witnesses and their Statements shall be kept confidential.	
Sd/- Illegible (Asim Saha) Sub-Divisional Magistrate Sadar, West Tripura	

ত্রিপুরা সরকার মহকুমা শাসক কার্যালয় সদর মহকুমা, পশ্চিম ত্রিপুরা	
নং এফ.৮(৪)/এসডিএম/এসডিআর/জেডিএল/ইএম/২০২১/৮৯ বিষয়ঃ ১৩.০১.২০২২ তারিখে ২ (দুই) জন ছাত্র এবং ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের মধ্যে অত্রতাপ্রাপ্ত ঘটনার তদন্ত।	তারিখ, জানুয়ারী, ২৪-২০২২ইং
আমি, শ্রী অসীম সাহা, মহকুমা শাসক, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব মেমোরান্ডের নির্দেশ নং এফ. ২২(১)-পি ডি/ ২০২২ (এম আই) তারিখ, ২৪শে জানুয়ারী, ২০২২ ইং মূলে উপরোক্ত বিষয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।	
অতএব, সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৯.০১.২০২২ ইং তারিখ, শনিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় সদর মহকুমা শাসকের কক্ষে এই ঘটনার তদন্তের জন্য শুভানি গ্রহণ করা হবে। যে সকল ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে সক্ষম তারা উল্লেখিত তারিখে ও সময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিয়া প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সহ তথ্য ও প্রমাণাদি পেশ করতে পারেন।	
আপনার/আপনাদের নাম এবং মতামতের/বরাদের গোপনীয়তা বজায় থাকবে।	
স্বাক্ষর (অসীম সাহা) মহকুমা শাসক সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা	
ICA-D-1701-22	

পেটের দায়ে চুরি বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বর্তমান সরকারের সময়ে মানুষ খেতে পারছে না, কাজ নেই। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। চরম সংকটে আছে মানুষ। এখন অভাব-অনটনের জ্বালায় চুরি করছে। এমন তথ্য দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, তার বাড়িতে পিতলের টব, সামান্য দামের হলেও তাও চুরি হয়ে গেছে। তবে চোর কেন চুরি করে, তার আরও ব্যাখ্যায় জীতেন চৌধুরী বলেন, অভাব-স্বভাব- নেশা। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন নেশাযুক্ত ত্রিপুরা হয়ে গেছে। আর এই নেশার কারণেই বাড়ছে চুরি। দাবি জীতেনের।

বিদ্যুৎ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনার বলি হলেন বিদ্যুৎ কর্মী শান্তি দেববর্মী। তিনি বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যুৎ নিগম দফতরে কর্মরত ছিলেন। গত বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ নম্বরবিহীন গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান তিনি। ওই দিন বিশ্রামগঞ্জস্থিত পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনার সময় শান্তি দেববর্মী বাইকে ছিলেন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই বিদ্যুৎ কর্মী। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করার জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। শান্তি দেববর্মীর বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের পেছনে বিবেকানন্দপল্লী এলাকায়। এদিকে দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘাতক গাড়িটি আটক করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। তারা বিশ্রামগঞ্জ থানার সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এলাকাবাসীর বক্তব্য ছিল, এই জায়গায় বারবার কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে? একেবারে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনেই মৃত্যু হয়েছে শান্তি দেববর্মীর। যা তারা কেউই মেনে নিতে পারেননি। তারা দাবি জানান,



অবিলম্বে ওই জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগাতে হবে। পাশাপাশি ট্রাফিক পোস্ট বসানোরও দাবি জানান। অবরোধের খবর পেয়ে এসপিও পাঞ্চল দাস ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তিনি অবরোধকারীদের আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এ দিকে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে।

প্রাক্তন সভাপতির উপর আক্রমণকারীর বাড়িতেই কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। প্রশ্নে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি পীযুষ কাশি বিশ্বাসের উপর হামলার

অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন বিশালগড়ের কংগ্রেস নেতা জয়দুলা হোসেন। দীর্ঘদিন তিনি ওই মামলার সংশোধনগারে ছিলেন।

পরবর্তী সময় জামিনে মুক্ত হন জয়দুলা। সেই জয়দুলা হোসেনের বাড়িতেই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির। সেখানে

উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি বীরজিং সিনহা-সহ অন্যান্যরা। প্রশিক্ষণ শিবিরটি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। তবে দলের প্রাক্তন সভাপতির উপর হামলাকারীর বাড়িতে কিভাবে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নিয়ে কংগ্রেস শিবিরের কানায়ুসো চলছে। এদিন সাংবাদিকরা বীরজিং সিনহাকে বিবাক্য সূদীপ রায় বর্ণণ-সহ অন্য নেতাদের কংগ্রেস ফেরার বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দেননি। তার বক্তব্য, সূদীপ বর্ণণেরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন কিনা তা এখনও পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। তিনিও অন্যদের মতই সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়েছেন।

সিপিএম সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলন প্রত্যাশিতভাবেই পিছিয়ে গেল। ক্ষেত্রয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এ সম্মেলন করার পূর্ব যোগ্য থেকে সরে এলো সিপিএম রাজ্য কমিটি। আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি সিপিএম রাজ্য সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে এ সময়ে পুরোটাই নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর। পরিস্থিতি যদি অনুকূল থাকে তাহলে রাজ্য সম্মেলন শুরুর প্রথম দিনের আগে বা শেষের দিনের পরে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী জানিয়েছেন, পুরোটাই নির্ভর করছে করোনা পরিস্থিতির উপর।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। কোভিড বিধি মেনে হোস্টেল চালু রাখা, সরকারি উদ্যোগে শিক্ষাদান-সহ হোস্টেলগুলিতে কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা, পরীক্ষার আগে সম্পূর্ণ সিলেবাস যাতে শেষ করা হয় তার দিকে দফতরকে নজর দেওয়া, পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীরা যাতে কোভিড সংক্রমণ না ঘটে তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ সাত দফা দাবিতে সর্ব বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। বৃহস্পতিবার ৭ দফা দাবিতে সোনামুড়া মহকুমাশাসক রতন ভৌমিক এবং স্কুল

পরিদর্শকের নিকট ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়া বাঁশপুকুর গ্রামের নিরীহ শিক্ষিত যুবক রাজু পালের মৃত্যুর সূত্রে তাদের দাবিতে সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক



শক্তি বাড়াতে মরিয়া কংগ্রেস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। সতজ হয়ে উঠতে মরিয়া প্রদেশ কংগ্রেস প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির হাত ধরে কংগ্রেসর নৌকা কাছিত পাড়ের দিকে ছুটতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার নীরবে নিভুতে কারিগর বীরজিং সিনহা তা আজ উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দের হাবভাবে ফুটে উঠেছে। দুইদিনব্যাপী কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত কংগ্রেস সভাপতিকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাদা এক উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে বীরজিং সিনহা বলেন, নীতিহীন রাজনীতি থেকে মুক্ত্য সম্মানের। দলবদলের কলঙ্ক যেন আমাদের দল না পারে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিজেপি সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবে না। কংগ্রেসের দরজা খোলা, কংগ্রেস হল মহাসাগর একসময় সবাইকে মহাসাগরে বিলীন হতে হবে। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পর এ রাজ্যের বিজেপি সরকার অস্তিত্বের সংকটে ভুগবে বলে দাবি করেন তিনি।

কংগ্রেসে যোগদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জানুয়ারি।। দুঃ সময়ে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ালেন ১৮০ জন ভোটার। একে একে দলের নেতারা কংগ্রেস বেড়ে অন্যান্য দলে যোগ দিয়েছেন। অনেকে আগের নতুন দল গড়ে ফেলেছেন। এই অবস্থায় কংগ্রেস একেবারেই নেতা শূন্য বলা যায়।



বেহাল সড়ক, দুর্ভোগে নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৭ জানুয়ারি।। বৃষ্টিতে সড়ক বেহাল হয়ে পড়ায় প্রচণ্ড দুর্ভোগের শিকার নাগরিকরা। কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়কটি গত কয়েকদিন ধরে বেহাল হয়ে আছে। বিশেষ করে আশ্বেদকরনগর পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাটি বেশি খারাপ হয়ে আছে। প্রায় ১

কিলোমিটার রাস্তা বাইক নিয়ে চলাচল করাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী রাস্তার বেহাল দশার কারণে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও রাস্তাটি বেহাল হয়েছিল। এখন পুনরায় বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তাটি সবার জন্যই মাথা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

‘মাইনাস পারফরম্যান্স’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকারের পারফরম্যান্স মাইনাস বলে কটাক্ষ জীতেন চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, দেড় বছরের সরকারের সময়েই ৮৭ শতাংশ ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়ে গেছে। প্রচার করেছিলেন

মুখ্যমন্ত্রী। তার পর এখন কেউ বলছেন ৮০ শতাংশ, কেউ বলছেন ৯০ শতাংশ। প্রকৃত তথ্য কত? জানতে চেয়ে জীতেন চৌধুরী বলেন, আসলে সরকারের পারফরম্যান্স মাইনাস। তাই ডকুমেন্টের সঙ্গে মুখপাত্র কিংবা মন্ত্রীদের তথ্য মিলছে না।

১৬টি মোবাইল উদ্ধার পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৭ জানুয়ারি।। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হলো পুলিশ। উল্লেখ্য জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার হারিয়ে যাওয়া ১৬ টি দামি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। জানা যায়, উল্লেখ্য জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের বিষয়ে পুলিশের নিকট দ্বারস্থ হয় মোবাইলের মালিকেরা। পুলিশের নিকট আবেদন মূলে পৌঁছারখল থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেক্টর মতি মালাকারের চেষ্টায় পুলিশ সুপার অফিসের সহযোগিতায় মোবাইলের আইএমআই নম্বর ট্র্যাক করে ১৬ টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পরবর্তীতে মোবাইলের মালিকদের থানায় তেঁকে এনে মোবাইলগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

মানিক ম্যাজিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরায় এসেছিলেন। যে ভাষণ রেখেছেন তার নিরিখে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ৫ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলন করে রীতিমতো পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন। বিরোধী দলনেতার এই সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে এবার পুস্তিকা প্রকাশ করলো সিপিআইএম। দশ টাকা মূল্যে এই সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য সমেত পুস্তিকা ইতিপূর্বে দশ হাজার বিক্রি হয়ে গেছে। আরও পনেরো হাজারের মতো নতুন করে ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। জানান সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। তিনি এও জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সাংবাদিক সম্মেলন দেখেছে।

ভার্সিটির সেমিস্টার পরীক্ষা স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। কল্যা গ্রাসে এবার স্থগিত হয়ে গেলো ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আরও কিছু পরীক্ষা। আগেই মাত্রকোত্তর স্তরে তিনটি সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনের চাপে এবার আরও কিছু পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিয়ামক অধ্যাপক চিত্তয় রায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেমিস্টার পরীক্ষাগুলি পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্র্যাকটিকেল পরীক্ষাগুলিও। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে বহু ছাত্রছাত্রীও আক্রান্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করে। তারা রাস্তাও অবরোধ করেছিল। ছাত্র আন্দোলন হয়েছে টিপস এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও। চাপে পড়ে পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে টিপসের পর এবার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও।

শহরে যুবকের দেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রহস্যজনক অবস্থায় শহরে নিজের বাড়িতেই উদ্ধার হয়েছে এক যুবকের বুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই দেহটি উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম দীপায়ন দাস (৩০)। শহরের ভট্টপুকুর এলাকায় এক বাড়িতে মোবাইলের বিষয়ে পুলিশের

দীপায়নের স্ত্রী মুন দাস পার্লারের কাজ করেন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি পার্লারের কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন বলে জানা গেছে। সন্ধ্যায় দীপায়নের এক আত্মীয় বাড়িতে এসে তাকে ডাকাডাকি করেন। কোনও জবাব না পেয়ে দরজা খুলে দীপায়নকে বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় এডিনগর থানায়। ছুটে আসেন দীপায়নের

স্ত্রীও। তবে এটা আত্মহত্যা নাকি খুন করে দেহ বুলিয়ে রাখা হয়েছে তা নিয়ে নানা গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। মৃতের স্ত্রী এবং বোনের দাবি অনুযায়ী আত্মহত্যার কোনও কারণ তারা জানেন না। ঘরে যখন তারা এসেছেন অন্ধকার পেয়েছেন। অন্ধকার ঘরেই বুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে দীপায়নকে। এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের দাবি উঠেছে।

‘বাপ-পুত্রের লুটের আখড়া’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সোশ্যাল অডিট থেকে বিদ্যুৎ নিগম, বিভিন্ন ব্লক থেকে সরকারি দফতর — সবখানেই দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে। অভিযোগ, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। ভিসি’তে রাজ্য কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে চড়িলাম, স্ব্যামুখ সহ বিভিন্ন ব্লকে রেগায় দুর্নীতি চলছে। কোথাও কোথাও প্রচার চলছে বাপ-পুত্রের লুটের আখড়া। আবার কেউ কেউ বলছে ভাই-ভাতিজার লড়াই। উ পমুখ্যমন্ত্রী কেন নীরব? কারণ কী? রাজ্যবাসী জানতে চান। এভাবেই ক্রমাগত রাজনৈতিক আক্রমণ শানিত করে জীতেন চৌধুরী বলেন, প্রতিদিন গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সর্বত্রই ভেসে যাচ্ছে দুর্নীতি, সীমা-সংখ্যা নেই। বিদ্যুৎ নিগমের দুর্নীতিবাজকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কার স্বার্থে তাকে সরানো হচ্ছে না। এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে জীতেন চৌধুরী জানিয়েছেন, সোশ্যাল অডিটের যে তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে রয়েছে তা একরকম, আবার রাজ্য সরকারের দফতরের তথ্য ভিন্ন। তাতেই দুর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় পাঁচ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু দেওয়ার নাম করে লুট করে যাওয়া হচ্ছে। যে যেভাবে পারছে অর্থ

আদায় করছে। জীতেন চৌধুরীর অভিযোগ, বিধবা, ক্ষেতমজুর, চাষি, জমিয়া এভাবে লুটেরাদের দ্বারা ‘আক্রান্ত’ হচ্ছে। সং সাহস থাকলে কেউ তার বিরোধিতা করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁতে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি’কে বহিরাগত বলে কটাক্ষ করলেন শ্রী চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ভিডিও ক্লিপস কিংবা অডিও ক্লিপস ভাইরাল হয়েছে। ফেসবুকে বহু এই ধরনের প্রমাণ রয়েছে ঘরের কিস্তির টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অর্থ আদায়ের ঘটনা। মহাকরণে বসে যারা অবৈধভাবে নিযুক্ত হয়ে আইটি সেল-এ কাজ করছে তাদের উদ্দেশে জীতেন চৌধুরী বলেন, তারাও এসব ভিডিও ও অডিও ক্লিপস পরীক্ষা করে দেখতে পারো। ডিআরডিরিউ চুক্তিবদ্ধ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ নিগমের অনিয়মিতদের নিয়মিত না করার বিষয়টিও এদিন তুলে ধরেছেন জীতেন চৌধুরী। তিনি বলেন, যারা এখন সরকারের বিরোধিতা করে প্রচার করছে তারাও মানুষকে বিভ্রান্ত করেই ২০১৮ সালের ক্ষমতায় এসেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এই সময়ের মধ্যে মানুষকে নিয়েই ভরসা স্থল পেঁাছে যেতে চায় সিপিআইএম। এদিনের রাজ্য কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামীদিনে ব্লক, মহকুমা স্তরে সাংগঠনিক কর্মসূচি সংগঠিত হবে।

আন্দোলনের আগেই গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার কৈলাসহরে উল্লেখ্য জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিসের সামনে জড়ো হতেই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এই দিনটি চাকরিচ্যুতরা কালো দিবস হিসেবে পালন করেছেন। কারণ এমনি দিনে আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে তাদের আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। এদিন কৈলাসহরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভের জন্য জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাদেরকে গ্রেফতার করে আরকেআই প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পরবর্তী সময় তাদের মুক্ত করা হয়।



নিগমে গাফিলতির অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। আবারও বিশালগড় মহকুমায় বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠলো। গকুলনগর এলাকায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দীর্ঘ সময় রাস্তায় পড়ে থাকে। সৌভাগ্যবশত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসেননি কোন পথচারী কিংবা যানবাহন চালক। শেষ পর্যন্ত একজন বিদ্যুৎকর্মী ঘটনাটি দেখে ছুটে আসেন। তিনি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সেই বিদ্যুৎ পরিবাহী তারটি সরিয়ে দেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশালগড়-গকুলনগর এলাকায় এই ঘটনায় নিগম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। তাদের কথা অনুযায়ী ওএনজিসি’র গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিবাহী তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর নিগম কর্তৃপক্ষকে কয়েকবার ফোনে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই সেখানে আসেননি।



প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জানুয়ারি।। প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের প্রমোদনগরে বাপের বাড়িতে চলে আসে। এরই মধ্যে প্রমোদনগরে এলাকার পার্শ্ববর্তী বাড়ির এক যুবকের সঙ্গে গৃহবধু। ঘটনা জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীন প্রমোদনগর ভিলেজ এলাকায়। জানা যায়, দু’ বছর আগে বিয়ে হয় প্রমোদনগর এলাকার জৈনকা গৃহবধুর। উদয়পুর মহকুমা চন্দ্রনগর এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন

পর গৃহবধুর স্বামী বিদেশ চলে যায়। দুই বছর যাবৎ তার স্বামী বিদেশ থাকে। যার ফলে গৃহবধু প্রমোদনগরে বাপের বাড়িতে চলে আসে। এরই মধ্যে প্রমোদনগরে এলাকার পার্শ্ববর্তী বাড়ির এক যুবকের সঙ্গে গৃহবধু। ঘটনা জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ থানার অধীন প্রমোদনগর ভিলেজ এলাকায়। জানা যায়, দু’ বছর আগে বিয়ে হয় প্রমোদনগর এলাকার জৈনকা গৃহবধুর। উদয়পুর মহকুমা চন্দ্রনগর এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন

সঙ্গে ভালাবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছি। আমি তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবো না। এই কথা শোনামাত্র স্বামী হতবাক হয়ে যায়। স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রী কোনভাবেই স্বামীর কথা মানছিল না। তার বক্তব্য, ওই যুবককে সে বিয়ে করবে। অপরদিকে যুবকের বক্তব্য, আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওই গৃহবধুর। এই কথা বলা মাত্র গৃহবধু রেগে লাল হয়ে যায়। ওই গৃহবধু মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত যুবকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে। বিয়ে করতে হবে ওই

যুবককে না হলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে গৃহবধু। শেষ পর্যন্ত প্রমোদনগর ভিলেজে খবর যায় গৃহবধুর ধর্মার। খবর পেয়ে সন্ধ্যার পর প্রমোদনগর ভিলেজ কমিটির কর্তব্যাক্তিরা এবং গ্রামের অভিভাবকরা এক সভায় বসেন। পরবর্তীতে কথাবাতার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হয়।



জানা অজানা রোবটের শিক্ষক মাকডসা



সিলিসিডি পরিবারের অন্তর্গত মাকড়সারা দীর্ঘ লাফ দেওয়ায় বেশ পারদর্শী। বিজ্ঞানীরাও তাদের লাফ দেওয়ার কৌশলের ওপর বিশেষ আগ্রহী। তাদের দেহের গঠন লক্ষ্যের জন্য জন্য উপযোগী। যেমন শরীর অনেক খণ্ডে বিভক্ত, ওজনে হালকা আর চোখের দৃষ্টিও প্রবল। সার্বিক হোয়ার বেশ মায়ামি মনে হলেও শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সেনারের মতোই লাফ দিতে পারে। এক লাফেই তারা নিজের শরীরের দৈর্ঘ্য থেকে ছয় গুণ বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে। যেখানে মানুষ নিজের দৈর্ঘ্যের মাত্র ১.৫ গুণ বেশি দূর করে এক লাফে অতিক্রম করে। মানুষ শত অনুশীলনেও এত দীর্ঘ দূরত্বে লাফ দিতে পারবে না। আর মানুষ যা কল্পতে পারে না, তা বাস্তবিকভাবেই হ্যাঁ, রোবটকে দিয়ে করানোর একটা চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এখানেও তাই। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মাকড়সার এই বিশেষ শারীরিক দক্ষতাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলাশিক্ষণের মাধ্যমে রোবটের মাঝে স্থাপন করার চেষ্টা করছেন। তারা এ ক্ষেত্রে একধরনের রাজকীয় মাকড়সার প্রজাতিতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, যার বৈজ্ঞানিক নাম ফিডিগ্লাস রেইয়াস। বিজ্ঞানীরা একে 'কিঙ্গ' নামে ডাকেন।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রাসেল গারউড, কিম মাকড়সার এই দীর্ঘ লাফের পেছনে গতি বিদ্যার প্রভাব লক্ষ করেছেন। এক লাফে ৩০ মিলিমিটার অতিক্রম করার সময় যে কোনো লাফ শুরু করে, ৬০ মিলিমিটার অতিক্রম করার সময় কৌণিক ডিগ্রির পরিবর্তন হয়। লাফ দেওয়ার সময় কিম মাকড়সার মাংসপেশি বিশেষভাবে সংকুচিত হয়, যা অন্য সাধারণ মাকড়সার থেকে আলাদা। মাংসপেশির পাশাপাশি কাজ করে

গন্তব্যে পৌঁছাল জেমস ওয়েওয়েব



লেভ ল্যাগপ্রঞ্জ পয়েন্ট, মানে
গন্তব্যে পৌঁছে গেলে নাসার
জেন্সম ওয়েব নভোদূরবিন।
গত ২৫, নভেম্বর ফ্রেঞ্চ গায়ানা
থেকে আরিসার ৫ রকেটের করে
উৎক্ষেপণ করা হয় এটি। প্রায়
এক মাসের যাত্রা শেষে
নভোদূরবিনটি সফলভাবে
গন্তব্যে পৌঁছান। এমন পর্যন্ত
একে কোনো সমস্যা দেখা
যায়নি। নাসার বিজ্ঞানী ও
প্রকৌশলীরা বলছেন, এটি
বিরাত সফল।

জেন্সম ওয়েবের মূল দর্পণটি
উৎক্ষেপণের সময় ভাঁজ করা
ছিল। প্রায় দুসপ্তাহ আগে
সফলভাবে এর ভাঁজ খুলেছে।
আরও প্রায় ছয় মাস সময়
লাগবে খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক
দিক করে ছবি তোলার জন্য
প্যানেপরি প্রস্তুত হতে। তবে
এখন আর খুব একটা বৃষ্টি

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই নভোদুর্বিবর্নটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠাবে। মহাবিশ্বের প্রথম গ্যালাক্সি আলোর সন্ধান করবে জেমস ওয়েব। এ সব তথ্য থেকে আরও ভালোভাবে জানা যাবে শিশু মহাবিশ্বের অবস্থা। জেমস ওয়েব নভোদুর্বিবর্ন বানাতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুর্বিবর্নাটির ওজন প্রায় ৬, ২০০ কেজি। আর মূল দর্পণের আকার ৬.৫ মিটার। নাসা এই নভোদুর্বিবর্নকে বলছে হাংগারলেন্ড উল্লেখস্বরী। আশা করা হচ্ছে, এটি আশা অস্ত্রত ১০ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠাবে পৃথিবীতে। সে আশা পূর্ণ হলে জেমস ওয়েব হয়ে উঠবে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নভোদুর্বিবর্ন।

অপেক্ষার পর
পুনরায় টাটার
হাতে ফিরলো
এয়ার ইন্ডিয়া

যাদিদ্ধি, ২৭ জানুয়ারি ১১
উপচারিতরা শেষে। এয়ার ইন্ডিয়া
ফিরল টাটার ঘরে। বৃহস্পতিবার
সম্পন্ন হল হস্তান্তর প্রক্রিয়া। সাত
বছর বাদে ‘মহারাজা’-কে ফিরে
দেখে উচ্ছ্বসিত টাটা গোষ্ঠীও
অনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া
শেষের আগে বৃহস্পতিবার সকালে
টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন
চন্দ্রশেখর দেখা করেন প্রথমমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। গত বছর
অক্টোবরে এয়ার ইন্ডিয়াকে ১৮
হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে টাটা
গোষ্ঠীর অনুসারি সত্যী টালাস
প্রাইভেট লিমিটেডকে বিক্রি করে
কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর থেকেই
কতৃে হয়ে যাবা বিক্রির সঙ্গে যুক্ত
অন্যান্য প্রক্রিয়া। চুক্তি অনুযায়ী,
এয়ার ইন্ডিয়ায় পাশাপাশি এয়ার
ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং এয়ার ইন্ডিয়া
স্যাটিস (গ্রোউথ হাব) ‘বা উড়ান
বাদে অন্যান্য বিষয় সামলানো হয়
বে সংক্ষেপে দিয়ে)–এর ৫০ শতাংশ
শেয়ারও টাটা গোষ্ঠীর অনুসারি
সহকার কাছে হস্তান্তর হয়।
বৃহস্পতিবার শেষ হল ১০০ শতাংশ
শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং সেই
সঙ্গে পরিত্যক্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে
তুলে দেওয়া হল টাটা গোষ্ঠীর
হাতে। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে
টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের
নেন-নেনে অনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত
হল। এর মধ্যেই বিপুল লোকসানে
চলা এয়ার ইন্ডিয়ার পুনরুজ্জীবন
● এরপর দরমেরে পাতা



ভোট বড় বালাই! উত্তরপ্রদেশে

৯০০ পথে বাজার, নি

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি। ফের শেয়ার
৯০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার
অধিবেশনের আগে বড় থান্ডা শেয়
থেকেই শেয়ার বাজার মন্দা চলছিল
মধ্যে থান্ডা শুরু হয় শেয়ার বাজার

শতসাপেক্ষে খোলাবাজারে
কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি। এবার খেলা বাজারেই মিলবে করোন। ডাকসিন কোভিডশিশু, কোভোজান ভারতের তৈরি দুটি টিকা বিক্রেতা অনুমোদন দিল ড্রাগ কন্ট্রোলর কোলোকে অফ ইন্ডিয়া। বৈধে বেতোয়া হয়েছে দামও কয়েকটি প্রক্রিয়া শেষে শর্তসাপেক্ষে ওষুধের দোকানে মিলবে কোভিড টিকা। তবে কবে থেকে এবং কী কী শর্ত মেনে বিক্রি করা যাবে কোভিডশিশু টিকা। তা এখনও অজানা। ডিসিজিআই সুপ্ত খবর, শর্ত সাপেক্ষে হাসপাতাল, ক্লিনিকে মিলবে করোন। টিকা। পাওয়া যাবে ওষুধের দোকানগুলিতেও, তবে এখনি নয়। ৬ মাসের মধ্যে ওষুধের দোকানেও চলে আসবে কোভিডশিশু, কোভোজান। সুদের আরও খবর, এ নিয়ে ডিওআই আলোচনার পর গত ১৯ তারিখ এই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি কোভিড ডাকসিন বিক্রির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেয়। এরপর বৃহৎপ্রাণী তা যোগ্য করে ডিসিজিআই। এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, জরুরি ভিত্তিতে এবং কয়েকটি শর্ত মেনে দেশের প্রাপ্যবাস্কদের জন্য বিক্রি করা যাবে। সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অর্গানাইজেশন এই সংক্রান্ত নিয়মকানুন

• এরপরই ইয়েমের পাড়ায়

একত্রে কাজ করতে উন্মুখ : হাসিনা

মাহতুম বিল্লাহ, ঢাকা, ২৭ জানুয়ারি ॥ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তোলার অভিন্ন লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে আগামী ৫০ বছর এবং বেশি সময় ধরে ভারতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। বুবার ভারতের গণপুত্র দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘২০১১ সালটি বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বছর। এ উপলক্ষে দু’দেশের সম্পর্কের বার্ষিকী যুগান্তকারী অনূষ্ঠান ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে সশস্ত্রতা মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ভারতের গণপুত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও নিজের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণকে ঊষমত শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সূর্যজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনূষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ২০১১ সালের মাঝ মাসে নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরটি কুশল্ভতার সাথে স্মরণ করলাম। তিনি আত্মা বলেন, ‘আমাদের সদস্য উপস্থিতি এই অনূষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপনে বাড়তি উদ্দীপনা যোগ করেছিল এবং আমাদের দু’দেশের মধ্যকার বিদ্যমান চমকপ্রবণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় ও জোরদার করছে।’ শেখ হাসিনা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সাথে মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার ও জনগণের সমর্থনের কথা কুতুজবর সাথে স্মরণ করে

● এরপর দুইয়ের পাতায়



ভোট বড় বানাই! উত্তরপ্রদেশে ডোর টু ডোর প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

৯০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার বাজার, নিফটিতেও বড় ধাক্কা

মুহুরি, ২৭ জামুয়ারি। ফের শেয়ার বাজারে বড় থাধা। ১০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার বাজারে। বাজোক্ত অধিবেশের আগে বড় থাধা শেয়ার বাজারে। সকাল থেকেই শেয়ার বাজার মন্দা চলছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতন শুরু হয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই একের পর এক থাধা আসতে শুরু করেছিল শেয়ার বাজারে। দেশের একের পর এক বড় বড় শেয়ারগুলির শেয়ার পড়তে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শেয়ার বাজারের পতন ১১০০ পয়েন্টে পড়ে গিয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল নেই। টাইটান, ঝেপ্পো, ইউজিফাইনস ব্যাংক মত বড় সংস্থাগুলির শেয়ার পড়তে শুরু করেছিল। ৯১১ পয়েন্টের কমে ছিল হ্যাঁছে গিয়েছিল শেয়ার বাজার। সন্দের দিকে ৬৩০ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল শেয়ার বাজার। এই লাগাতার পতনে সবচেয়ে বেশি থাধা খেয়েছে

উইগ্রো, ডক্টর রেড্ডি, এইচডিএফসি ব্যাংক, টেকমাফিনা। এদিকে এই মন্দার বাজারেও লাভবান হয়েছে। মার্গারি তবু ৩০টি কোম্পানি। ফেডারেল ব্যাংকের বৈঠকের কারণেই শেয়ার বাজারে এই পতন বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। কারণ আজই বৈঠকে বসাকে ফেডারেল বলে। তাতে একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গন্যও হতে। সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশের না আসা পর্যন্তও বিনিয়োগকারীরা তাঁদের শেয়ারে বিনিয়োগ করতেই সাহস পালেন না। সেই কারণেই এই পরিস্থিতি বৈঠক হয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। এদিকেই ফেডারেল নিকটীয় অস্থায়ী ও সকাল থেকে ভাল না। শেয়ারেও লাগাতার পতন হতে শুরু করেছে। শেয়ার হাজার এবং নিকটীয় লাগাতার পতনের আড়েকি কারণ বলা করোনা সংক্রমণ। গোটা বিশ্ব জুড়েই লাগাতার করোনা সংক্রমণ শুরু হয়েছে

● গ্রন্থপরিচয় ইয়ের পাঠ্য

লাইফ স্টাইল

সদিচ্ছায় সংক্রমিত হতে চান ?

টিকার কার্যকারিতা বাড়াতে মানবদেহে প্রথম করোনার পরীক্ষা ব্রিটেনে

লভন, ২৭ জানুয়ারি।
কোভিড সংক্রমিত হতে
সেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন
রিটেনের এক দল বাসিন্দা।
গবেষকদের ডাকে সাড়া দিয়ে
নিজস্বের দেখে করোনা
ভাইরাসের সংক্রমণ খাটতে
রাজি হয়েছেন তাঁরা। ভবিষ্যতে
কোভিড টিকার কার্যকারিতা
হাড়েতে এই পরীক্ষা শুরু করা
বায়োজৈব বলে দাবি করেছেন
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের
গবেষকরা। এরা আগে বিভিন্ন
ছোঁচোয় রোগের ক্ষেত্রে
মানবদেহে পরীক্ষা করা হলেও
কোভিডের বিরুদ্ধে তা এই

প্রথম বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
গত এপ্রিল থেকেই ব্রিটেনে বলে
পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে বলে
জানিয়েছে অস্বাভেদ্য।
মঙ্গলবার একটি বিবৃতি দিয়ে
ব্রিটেনে গুই বিশ্ববিদ্যালয়
জানিয়েছে, চ্যালেঞ্জ টায়াল
নামে পরিচিত ওই পরীক্ষার
ফলে ভবিষ্যতে আরও দ্রুত
ওকো কার্যকরী কোভিড টিকা
তৈরি করতে সাহায্য করবে।
টায়ালের জন্য বেছে নেওয়া
হয়েছে এমন স্বেচ্ছাসেবকদের
সংখ্যা আগেই কোভিড
সংক্রমিত হয়েছে। অথবা
তাঁরা কোভিডের দুটি টিকা

নিয়ে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ টায়ালটি প্রাথমিক পরে রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। মানবদেহে কোভিডের সংক্রমণ ঘটতে কত পরিমাণ ভাইরাস প্রয়োজন, তা প্রথম পরে দেখা যাবে। এর পরের প্রথমটি গবেষণাবলে লক্ষ্য, ওই সংক্রমণের বিরুদ্ধে মনিটরিং ক্ষমতা হলেও তুলতে মানবদেহে কত গায়ে টি-সেল বা আন্টিবডি জরুরি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনোলজির অধ্যাপক ডাঃ এই ট্রায়ালের প্রধান হেলেন ম্যাকশেন বলেন,

“কোরানা ভাইরাসের হাত
থেকে মুক্তি পেতে মানদেহে
কতটা প্রতিরোধ ক্ষমতা জরুরি
তা জানার পর আমরা সেই
মায়ায় আন্টিবডি নড়ুন
কোভিড টিকায় যোগ করতে
পারব।” পরীক্ষা চলাকালীন
কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার ফলে
স্বাস্থ্যসেবকদের যাতে
জীবনের ঝুঁকি দেখা না দেয়,
সেলিডেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে
বলি দাবি গবেষকদের। তাঁরা
জানিয়েছেন, চ্যাপেল হ্রদ্রায়ের
স্বাস্থ্যসেবক হিসাবে ১৮ থেকে
৩০ বছর বয়সি দুই-ও সবচেয়ে
বেছে নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, তাঁদের
বাধ্যতামূলকভাবে অন্তত ১৭
দিনের নিভৃতবাসে থাকতে হবে।
কোনও উপসর্গ দেখা দিলেও

স্বচ্ছাসেবকদের মোনোক্রোমাল
অ্যান্টিভি ট্রিটমেন্ট করানো
হবে বলেও জানিয়েছেন
অক্সফোর্ডের গবেষকেরা।



“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

কালো দিবসে হেনস্থার শিকার ১০৩২৩



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। আবারও আন্দোলনে নেমে পুলিশের হেনস্থার শিকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। কালো দিবস পালন করতে গিয়ে তাদের টানা হেঁচড়ার শিকার হতে হয়েছে। থেফতার করা হয় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের। রাজ্যের আরও কয়েকটি জায়গায় বৃহস্পতিবার একই সঙ্গে কালো দিবস পালন করতে গিয়ে আন্দোলনে নামেন ১০৩২৩ শিক্ষকরা। ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি ১০৩২৩ শিক্ষকদের আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে থেকে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়েছে। ওইদিন ভোরে গণ-অবস্থান মঞ্চ থেকে জোর করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের তুলে দিয়েছিল পুলিশ এবং প্রশাসন। ২৭ জানুয়ারি দিনটি কালো

দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় যৌথ সংগ্রাম কমিটি। এই যোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বেলা ১২ নাগাদ আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনেই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেন যৌথ আন্দোলন কমিটির কর্মীরা। তারা রাস্তার পাশে ধনায় বসে পড়েন। আগে থেকেই অবশ্য ব্যাপক পরিমাণে পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানদের ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছিল। এদিন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রায় দুই ঘণ্টা ধরেই আন্দোলন কর্মসূচি চলতে থাকে। সিটি সেন্টারের সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের গাড়িতে তুলে নেয় পুলিশ। সেখান থেকে নেওয়া হয় অরক্ষিতনগর পুলিশ মাঠে। বিকালে সবাইকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। আন্দোলন স্থলে ১০৩২৩'র নেত্রী ডালিয়া দাস

জানান, আমাদের গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। জোর করেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না হচ্ছে এই আন্দোলন চালিয়ে যাবো। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের চাকরির স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। আমাদের এখন গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। চাকরির দাবিতে আগামীদিনগুলিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে যৌথ আন্দোলন কমিটির নেতা কমল দেব ঘোষণা করেছেন। এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষকের উপর পুলিশি হেনস্থার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ভূগমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৈমিক। তিনি জানান, গোটা দেশে জানেন ১০৩২৩

● এরপর দুইয়ের পাভায়

প্রয়াত আরও এক শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মৃত্যু মিছিলে যুক্ত হলো আরও একজনের নাম। ৫১ বছর বয়সে নিজের বাড়িতেই মারা গেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক অনিল চন্দ্র দাস। মোহনপুরের কামালখাটে নিজের বাড়িতে বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা নাগাদ তিনি মারা গেছেন। তাকে নিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১২৪জনে। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান, আমরা এখনও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মৃত্যু মিছিল আটকাতে সরকার যেন মানবিক হয়। প্রয়াত অনিল চন্দ্র দাস বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন। আমরা এখন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে চেয়ে আছি। তিনি হয়তোবা আমাদের জন্য একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

চালকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গর্জ / উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। সন্ধ্যারতে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানেন একজন ড্রাগার চালক। তার সাথে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। নিহত চালকের নাম গৌতম সিং। তবে তার বাড়ির ঠিকানা জানা যায়নি। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন গর্জ ফাঁড়ির অস্থিত রক্তচন্দ্র পাড়ার জয়ন্ত নোয়াতিয়া (২০)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গর্জ বিদ্যুৎ নিগমের সাবস্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা। দুই যুবক বাইক নিয়ে গর্জ বাজার থেকে ফিরছিলেন। তখনই বাইকটি বীষন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বাঁশবাগানে পড়ে যায়। সেখান থেকে তাদের দু'জনকে উদ্ধার করে প্রথমে গর্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাদেরকে রেফার করা হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে। সেখানেই গৌতম সিং-কে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আহত জয়ন্ত নোয়াতিয়াকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে।

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— : যোগাযোগ করুন : —
Mob - 9863451923
8837086099

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন নোহেতু সকল সমস্যাই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসহন্য সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

মেয়ন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কাশো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সম্ভানের চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 878726182

পেটের সমস্যা ও পায়খানা পরিষ্কার রাখার জন্য সেবন করুন।

L- Rex Powder

MRP : 110/-

ওসি স্তরে ৬২ রদবদল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে এক সঙ্গে ৬২টি থানা এবং ফাঁড়ির ওসির পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব ৬২জন পুলিশ অফিসারকে বিভিন্ন থানার ওসি হিসেবে পোস্টিং দিয়েছেন। এর মধ্যে চারজন শুধুমাত্র সাব ইনসপেক্টর, বাকিরা ইনসপেক্টর। একই সঙ্গে ৬০টি থানা এবং দুটি ফাঁড়ি নতুন ওসি পাচ্ছে। পশ্চিম থানার ওসি হিসেবে ফিরে আসছেন সুব্রত চক্রবর্তী। পূর্বে ওসি হচ্ছেন রাজীব দেবনাথ এবং এয়ারপোর্টের ওসি হচ্ছেন রানা চ্যাটার্জী। ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে চারজন ইনসপেক্টরকে সরিয়ে নিয়ে থানার ওসি করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই রাজ্য পুলিশে ৫৫জন ইনসপেক্টর টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। যে কারণে বহু থানার ওসির পদ খালি পড়ে যায়। গত সপ্তাহেই প্রশাসনের একটি নির্দেশিকায় নতুন পদোন্নতি প্রাপ্ত পশ্চিম এবং পূর্ব থানার ওসি-সহ ২৪জন টিপিএস গ্রেড টু অফিসারকে যে যার জেলায় ক্রোজ করে নেওয়া হয়। ওই থানাগুলির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় পরবর্তী সিনিয়র অফিসারের হাতে। এরপরই নতুন থানার ওসির নামের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। শহরের চারপাশের থানাগুলিতেও নতুন ওসি বদল হয়েছে। এনসিসি থানার নতুন ওসি হচ্ছেন এসআই

সুবীর মালিকার। ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে আশিস সরকারকে ওসি করে পাঠানো হয়েছে রানিরবাজার থানা। রাধাপুর থানার নতুন ওসি হচ্ছেন দ্রবজয় রিয়াং। জিরানিয়ার নতুন ওসি হচ্ছেন নার গোপাল দেব, সিধাইয়ের ওসি হলেন জয়ন্ত মালিকার, মান্দাইয়ের ওসি অমল দেববর্মী, শ্রীনগর থানার ওসি অরুণোদয় দাস, পশ্চিম জেলার এই থানাগুলি বাদ দিলে ওসি স্তরে ধর্মনগরের থানায় গেলেন শিবুরঞ্জন দে। তাকে পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি থেকে বদলি করে পাঠানো হয়েছে ধর্মনগরে। এছাড়া কদমতলার ওসি সুশান্ত দেব, চুয়াইবাড়িতে ধ্রুবজ্যোতি দেববর্মী, পানিসাগরে বিভাস রঞ্জন দাস, কৈলাসহরে বিজয় দাস, কুমারখাটে পার্থ মুন্ডা, কমলপুরে সমরেশ দাস, গভাছড়ায় পলাশ দত্ত, মনুতে অসীম সরকার, তেলিয়ামুড়ায় সুবিনল বর্মণ, খোয়াইয়ে উদ্ধম দেববর্মী, বিশ্রামগঞ্জে জ্যোতিন্দ্র দাস, টাকারজলায় দেবানন্দ রিয়াং, বিশালগড়ে হিমাত্রী সরকার, মেলাখরে কমলেন্দু ধর, সোনামুড়ায় মানিক দেবনাথ, আরকেপুরে বাবুল দাস, শান্তিরবাজারে বিষ্ণুজিৎ দেববর্মী, সাক্ষমে সঞ্জয় লস্কর এবং মনু বাজারে বিকাশ দেববর্মীকে ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলা থেকে শ্রীকান্ত রুদ্রপালকে শিলাছড়ি থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাচারের শিকার তিন নাবালিকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৭ জানুয়ারি।। পাচারীদের খপড়ে পড়লো তিন নাবালিকা। বাইরের রাজ্যে কাজের জন্য পাঠানোর কথা বলে তিন নাবালিকাকে বাইরে পাচার করা হয়েছে। পাচারের অভিযোগ উঠেছে সোনামুড়া মহকুমার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন এবং সালোমা বেগমের উপর। মূলতঃ বাইরের রাজ্যে পার্লারের কাজ শেখানোর নাম করেই পাচার করা হচ্ছে নাবালিকাদের। তাদের জোর করে দেহ ব্যবসায় নামানো হচ্ছে। এই ঘটনাতেই এবার প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন নাবালিকাগুলির পরিবার। তারা পুলিশের কাছে তিন মেয়েকে উদ্ধার করে দেওয়ার আবেদনও করেছে। তিনটি মেয়ে সংখ্যালঘু অংশের। সোনামুড়া এলাকার এই তিনটি মেয়ের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। অভিযোগ, সোনামুড়া থানার কালাপানিয়ার আনোয়ার হোসেন এবং মেলাখার বড়দোয়ালের বাসিন্দা সালোমা বিবি স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই সবটিকে পরিচয় দেন। তারা এলাকার বিভিন্ন গরিব বাড়িতে গিয়ে নাবালিকা মেয়েদের

কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে বাইরে পাচার করে। এলাকারই তিন নাবালিকাকে প্রথমে বাসালুর এবং পরবর্তী সময়ে চেন্নাই নিয়ে দেহ ব্যবসার দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই মেয়েরা কোনওভাবে পাচারকারীদের থেকে লুকিয়ে তাদের পরিবারে ফোন করে এই তথ্যগুলো দিয়েছে। এখন এই নাবালিকার পরিবারগুলি বুঝতে পারছে না কিভাবে তাদের মেয়েদের উদ্ধার করবে। এই কারণে তারা পুলিশের সাহায্য চাইছেন। ফিরে পেতে চাইছেন তাদের নাবালিকা মেয়েদের। পুলিশ এই ঘটনায় কঠোর সক্রিয় ভূমিকা নেয় তার দিকে চেয়ে আছেন এলাকাবাসীরা। এখনও পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, সোনামুড়া মহকুমার নারী পাচারের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। আগেও এই ধরনের পাচারের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পুলিশ কখনোই এসব পাচারের ঘটনাগুলি গুরুতরভাবে দেখে না বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী এক নেতার ভাইও এসব নারী

পাচারে যুক্ত। আগেও দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে রাজ্যের নাবালিকাদের পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কখনোই এসব ঘটনায় মূল পাচারকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। আগরতলায়ও সংখ্যালঘু অংশের এক মেয়েকে বাইরের রাজ্যে পাচার করা হয়েছিল। পশ্চিম মহিলা থানার তৎকালীন ওসি মীনা দেববর্মী একধিক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিলেন। উদ্ধার করেছিলেন এক নাবালিকা মেয়েকে। এই পাচারে মূল অভিযুক্তকে তিনি গ্রেফতার করেননি। মীনা থানা থেকে বদলি হওয়ার পর এই পাচারের ঘটনায় তদন্তও বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

স্বদলীয়দের হাতে রক্তাক্ত বিজেপি কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। শাসকদলের কর্মীদের মাথা অস্ত্র কোঁদলে গুলতর জখম এক যুবক। তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। পুলিশকে আগম জানিয়েও বিচার পাননি এই যুবক। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগেই আক্রান্ত হয়েছেন এই যুবক বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে বাড়িভেঁটে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে চন্দন স্বদাস নামে এই যুবককে। ঘটনা শহরতলির বণিক্য চৌমুহনির খাস নোয়াগাঁওয়ের ১নং ওয়ার্ডে। এই ঘটনা ঘিরে থানায় একটি মামলাও জমা পড়েছে। অভিযুক্তরা হলো অজিত ধর, বিজয় ধর, তিলক দাস, অমন দেববর্মী, সুজিত দাস, রতন দে। কিন্তু তাদের কাউকেই পুলিশ গ্রেফতার করেনি। অথচ তারা সবাই মিলে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে চন্দন স্বদাসের। তার চিকিৎসা চলছে। অভিযুক্তরা বিজেপির সক্রিয় কর্মী বলেই তাদের গ্রেফতার করা হয় না বলে চন্দনের মার দাবি। চন্দন নিজেও সক্রিয় বিজেপি কর্মী। চন্দনের মা জানান, বুধবার বিকালে

জলের টাকা নিয়ে চন্দনের সঙ্গে বাগড়া হয়েছিল অজিত-তিলকদের সঙ্গে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণ্ডল নেতাদের কাছে নালিশও জানানো হয়। থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু মণ্ডল নেতারা মীমাংসা করে নেবে বলে পুলিশ আর কিছু করেনি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে চন্দনকে রাত ১০টার পর বাড়িতে ঢুকেই ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়। বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্তরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৈমিকের নাম নিয়ে গোটা এলাকাতেই গুন্ডামি শুরু করেছে বলেও অভিযোগ। যে কারণে পুলিশও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভয় পায়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে গভীর রাতে আক্রান্ত হতে হয় চন্দনকে। তাকে রাতে

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,৩৫০
ভরি : ৫৬,৪০৮

কাঠমিস্ত্রি ও লেবার চাই

আগরতলা শহরে থেকে খেয়ে কাজ করার জন্য কাঠ মিস্ত্রি ও লেবার চাই।

“শিবশক্তি কেরিং সেন্টার”
8413987741
9051811933

বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফ্ল্যাট ভাড়া

আগরতলা শহরের সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশানে তিনটি ফ্ল্যাট গ্রীজার, ইনভার্টার, পৃথক জলের ট্যাংকের সুবিধাসহ পরিবার (Two BHK, দুটো টয়লেট যুক্ত), একার জন্য স্টুডেন্ট কিংবা প্রাইভেট বা সরকারি অফিসের জন্যও ভাড়া দেওয়া যেতে পারে।

— : যোগাযোগ করুন : —
Mob - 9436479581
7005748391

বাড়ি বিক্রয়

এডিনগর থানা সলংগ ৩৩ শতক (পোনে দুই গন্ডা) জায়গায় আশ্রয়গ্রাউন্ড রুম ১টা, বেডরুম ৩টা, রান্নাঘর ২টা ও আধুনিক টয়লেট, বাথরুম কমুট ৩টা সহ চলাচলের ৫ ফুট রাস্তা সহ (মৌন রোড থেকে ১০০ মিটার দূরে) তৈরি বাড়ি বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ—
Mob - 9436108160
7642026101

Second Death Anniversary

Kamal Krishna Dhar
(03.02.1964- 27.01.2020)

Words cannot express our feelings of loosing you. We remember you each moment with utmost respect and love in our hearts. Time can never erase your presence in our lives.

Deeply missed and Remembered by-
All family members and friends.

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্ল লোচান ক্লাব সলংগ, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই সি ইউ, এন আই সি ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

যোগাযোগ :
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

Affidavit

আমি শ্রী মতি লক্ষ্মী সূত্রধর Affidavit মূলে 20/01/2022 ইং তারিখে শ্রী মতি লক্ষ্মী সূত্রধর শীল হইয়াছি। আমার Service Book এর নাম সংশোধন করার জন্য Affidavit করিয়াছি। আমার ঠিকানা, গ্রামঃ রামপুর শীলপাড়া, পোঃ কালিকাপুর, রামনগর, থানা- পশ্চিম আগরতলা, পিন নং- ৭৯৯০০২। জিলা -পশ্চিম ত্রিপুরা।

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রোমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গুলুধন, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবা, কলাজাদু, মুঠকরনী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যারে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

স্পেশালিস্ট ও বশীকরণ, মুঠকরনী এবং কলাজাদু

Contact 9667700474

ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders.

Other Activities :
Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only
Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.

For details
MAA ENTERPRISE
Kumarghat, Unokoti, Tripura
(M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220